Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 19, 1430 Bangla, March 03, 2024, Sunday, No. 63, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina asks members of Bangladesh Army to be united & to keep a "constant vigil" to face any internal & external threats for safeguarding country's constitution & sovereignty. (R. Today: 17)

Nagorik Oikya President Mahmudur Rahman Manna says, this regime has nothing to do with humanity - govt. can do one thing, oppression, torture & rigging to take vote in its favor. (R. Today: 16)

President of an organization of urban planners thinks, the Bailey Road fire needs to be considered a 'structural murder' - Urges to bring the responsible individuals and authorities to book for their negligence, indifference in discharging their duties. (Jago FM: 20)

Former land minister Saifuzzaman Chowdhury has admitted to owning business and wealth in UK - claimed that he did not launder or take any money from Bangladesh in possessing the assets in the UK. (Jago FM: 19)

Bangladesh Jamaat-e-Islami central Mojlish-e-Shura member Mahfuzur Rahman says, govt. has betrayed with the people by increasing price of electricity to recover money from looting and theft. (Jago FM: 21)

Nobel Prize Winner Dr Muhammad Yunus feels that his initiative to form a political party during the military-backed caretaker government in Bangladesh in 2007 was a mistake. (BBC: 04)

A Dhaka court has granted 2-day remand for 4 people including Kacchi Bhai's manager & Cha Chumuk's 2 owners each in a case filed in connection with the devastating fire accident at capital's Bailey Road. (Jago FM: 22)

Due to the civil war in Myanmar's Rakhine, there is an attempt to infiltrate into Bangladesh by Rohingyas. But Bangladesh has taken a strict stand so that no one can enter Bangladesh from Myanmar. (BBC: 07)

The prices of daily commodities in market have increased again. Soybean oil is not getting the price set by govt. Apart from this, discomfort in the market is increasing in view of the upcoming Ramadan. (R. Tehran: 13)

Govt. has increased price of electricity again after one year. State Minister for Power, Energy & Mineral Resources says, electricity prices are being adjusted to cope with pressure of subsidy in power sector. (BBC: 06)

Experts say that at least 60 to 70% of the buildings in Dhaka city are dangerous & there is no security system in those buildings to extinguish any fire. (BBC: 09)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ১৯, বাংলা ১৪৩০, মার্চ ০৩, ২০২৪, রবিবার, নং- ৬৩, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশের বিরুদ্ধে যে কোন অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের হুমকি মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ ও সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (রে. টুডে : ১৭)

নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে মানুষের জীবনের মতো তুচ্ছ আর কিছুই নেই। তিনি বলেন, এই সরকার একটি কাজ করতে পারে জুলুম, নির্যাতন আর ঠকবাজি করে ভোটকে নিজের পক্ষে দেখাতে। (রে. টুডে : ১৬)

নগর পরিকল্পনাবিদদের একটি সংগঠনের সভাপতি মনে করেন, বেইলি রোডের অগ্নিকাণ্ডকে 'কাঠামোগত হত্যা' হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন- দায়িত্ব পালনে অবহেলা, উদাসীনতার জন্য দায়ী ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষকে আইনের আওতায় আনার আহ্বান । (জাগো এফএম: ২০)

লন্ডনে ব্যবসা ও সম্পদ থাকার কথা স্বীকার করেছেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। তবে তিনি দাবি করেছেন, বিদেশের সম্পদ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে কোনো টাকা নেননি। (জাগো এফএম: ১৯)

লুটপাট ও চুরির টাকা উসুল করার জন্যই বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে সরকার জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান। (জাগো এফএম: ২১)

শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস মনে করেন ২০০৭ সালে বাংলাদেশে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তার রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ ভুল ছিলো। (বিবিসি : ০৪)

রাজধানীর বেইলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজ নামের ভবনে আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় করা মামলায় কাচ্চি ভাইয়ের ম্যানেজার ও চা চুমুকের দুই মালিকসহ চারজনের প্রত্যেকের দুদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। (জাগো এফএম: ২২)

মিয়ানমারের রাখাইনে গৃহযুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের চেষ্টা রয়েছে। কিন্তু কোনোভাবেই যেন মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আর কেউ ঢুকতে করতে না পারে সেজন্য কঠোর অবস্থান নিয়েছে বাংলাদেশ। (বিবিসি : ০৭)

বাংলাদেশের বাজারে নিত্যপণ্যের দাম আবারো বেড়েছে। সরকার নির্ধারিত মূল্যে মিলছে না সয়াবিন তেল। এছাড়া আসন্ন রমজানকে সামনে রেখে বাজারে অস্বস্তি বাড়ছে এখন থেকেই। (রে. তেহরান : ১৩)

বাংলাদেশে এক বছরের মাথায় আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়ালো সরকার। বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকির চাপ সামলাতে বিদ্যুতের দাম সমন্বয় করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। (বিবিসি : ০৬)

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঢাকা শহরের অন্তত ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ভবন ঝুঁকিপূর্ণ এবং আগুন নেভানোর জন্য সেসব ভবনে কোনও প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। (বিবিসি : ০৯)

বিবিসি

'বিদেশের ব্যবসা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি'- দাবি সাবেক ভূমিমন্ত্রীর

বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ-ব্যবসা থাকা ও নির্বাচনি হলফনামায় সে-সব সম্পদের উল্লেখ না করায় আলোচিত সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন যে, তিনি মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে `এক টাকার দুর্নীতি হয়েছে প্রমাণ হলে, তিনি সংসদ সদস্যের পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন। নির্বাচনের আগে তার বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থ পাচার ও হলফনামায় সম্পদের বিবরণ না দেয়ার অভিযোগে আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়েছিল। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পরে নতুন মন্ত্রিসভায় তিনি ডাক পাননি। তবে তাকে ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে ঢাকায় প্রেস ক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন যে, তিনি বে-আইনি পন্থায় বিদেশে টাকা নেননি এবং যথাযথ নিয়ম মেনেই নির্বাচনি হলফনামা পূরণ করেছেন। মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নিয়ে তদন্ত করার জন্য `হাই পাওয়ার কমিটি, গঠন করার আহ্বান করেন তিনি। "আমি পাঁচ বছর ভূমিমন্ত্রী ছিলাম, তার আগে প্রতিমন্ত্রীও ছিলাম। আমি মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে কোনো দুর্নীতি হয়েছে কি না তদন্ত করার জন্য একটি হাই পাওয়ার কমিটি গঠন করা হোক„, বলছিলেন মি. চৌধুরী। সেসময় তিনি বলেন, "আমি এক টাকার দুর্নীতি করেছি তা দেখাতে পারলে এমপি পদ ছেড়ে দেব।„ সংবাদ সম্মেলনে মি. চৌধুরী তার মন্ত্রিত্বকালীন কর্মকাণ্ড ছাড়াও তার ব্যবসা, বিদেশে থাকা সম্পদ ও নির্বাচনি হলফনামা নিয়ে কথা বলেন।

গত বছরের ২৬শে ডিসেম্বর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ. টিআইবি এক সংবাদ সম্মেলনে জানায় যে বাংলাদেশের একজন মন্ত্রীর বিদেশে ২ হাজার ৩১২ কোটি টাকার ব্যবসা রয়েছে এবং তিনি নির্বাচনি হলফনামায় সেই তথ্য দেননি। টিআইবি সংবাদ সম্মেলনে ঐ মন্ত্রীর নাম প্রকাশ না করলেও একদিন পর বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে ঐ মন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা সাইফুজ্জামান চৌধুরী। পরে টিআইবি,র নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেছেন যে তাদের গবেষণায় যে মন্ত্রীর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে ঐ মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীই ছিলেন। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান সেসময় বলেছিলেন যে, যে উৎসগুলো থেকে তারা মন্ত্রীর এসব সম্পদের বিষয়ে জানতে পেরেছেন তা উন্মুক্ত ওয়েবসাইট। সেখানে শুধু সম্পদের হিসাব রয়েছে। কিন্তু এসব সম্পদ গড়তে মন্ত্রী কোন উপায়ে অর্থ নিয়েছেন তা বলা হয়নি। যার কারণে মন্ত্রী কীভাবে অর্থ নিয়ে গেছেন সেটি তাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। সংবাদ সম্মেলনে সাইফুজ্জামান চৌধুরীকে প্রশ্ন করা হয় যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি না নিয়ে বিদেশে অর্থ লগ্নি করে তিনি অপরাধ করেছেন কি না। উত্তরে মি. চৌধুরী বলেন তিনি বাংলাদেশ থেকে কোনো টাকা বিদেশে নেননি, কাজেই বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নেয়ারও প্রয়োজন ছিল না তার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি না নেয়া ও বাংলাদেশ থেকে টাকা লগ্নি না করার বিষয়টি ব্যাখ্যাও করেন মি. চৌধুরী। তিনি জানান, "আমার বাবা ইংল্যান্ডের সাথে ট্রেডিং ব্যবসা শুরু করেন ১৯৬৭ সালে। ঐ সূত্রেই আমাদের পরিবারের ব্যবসা শুরু। আমি আমেরিকায় পড়ালেখা শেষ করার পর আশির দশকের শেষদিক থেকে বিদেশেই ব্যবসা করেছি।„ সাইফুজ্জামান চৌধুরীর দাবি অনুযায়ী, দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের বাইরে তার পরিবারের ট্রেডিং, রেস্টুরেন্ট, সুপার মার্কেট, রিয়েল এস্টেট-সহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা ছিল। আর এসব ব্যবসার শুরু এবং প্রসার বাংলাদেশের বাইরে হওয়ায় বাংলাদেশের সাথে এসব ব্যবসার কোনো আর্থিক সংযোগ নেই। অর্থাৎ, তার দাবি অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে কখনো কোনো টাকা বিদেশে নিতে হয়নি তার। যে কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনুমতি নেয়ারও প্রয়োজন পড়েনি। "আমি বাংলাদেশ থেকে টাকা বাইরে নেইনি, নিলে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিতাম। বাংলাদেশ থেকে টাকা বাইরে না নিয়েও ব্যবসা করা যায়, যদি দীর্ঘসময় ধরে প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড থাকে। এসব ব্যবসা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি„, বলেন মি. চৌধুরী।

বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ভূমিমন্ত্রী নিজে এবং তার স্ত্রী মিলে বিদেশি অন্তত ছয়টি কোম্পানি পরিচালনা করছেন বলে তথ্য দেয়া হয়। যেগুলোর মূল্য ১৬.৬৪ কোটি পাউন্ড বা দুই হাজার ৩১২ কোটি টাকা বলে জানানো হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটে গিয়ে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নামে অন্তত ছয়টি কোম্পানি পাওয়া যায় যার সবগুলোই আবাসন ব্যবসার সাথে যুক্ত। এগুলো হচ্ছে, জেডটিজেড প্রোপার্টি ভেনচার্স লিমিটেড, আরামিট প্রোপার্টিজ লিমিটেড, রুখমিলা প্রোপার্টিজ লিমিটেড, সাদাকাত প্রোপার্টিজ লিমিটেড, জেবা প্রোপার্টিজ লিমিটেড এবং জারিয়া প্রোপার্টিজ লিমিটেড। এই সবগুলো কোম্পানিরই পরিচালকের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। এর মধ্যে শুধু রুখমিলা প্রোপার্টিজ লিমিটেড এর পরিচালক পদ থেকে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কোম্পানিটির ঠিকানা লন্ডনের ওয়ারউইক লেন। বাকি সবগুলো কোম্পানির ঠিকানা লন্ডনের ডেভনশায়ার স্কয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, বিদেশে বিনিয়োগ করার নিয়ম নেই। সাতই জানুয়ারির নির্বাচনের আগে সাবেক ভূমি প্রতিমন্ত্রীর `নির্বাচনি হলফনামায়, বিদেশের মাটিতে থাকা সম্পদের বিবরণ না থাকার বিষয়টি প্রকাশিত হলে আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়। হলফনামায় কেন সম্পদের উল্লেখ করেননি, এই প্রশ্নের জবাবে সাবেক এই মন্ত্রী বলেন হলফনামায় `বিদেশে সম্পদ উল্লেখ করার কোনো কলাম নেই।,

তিনি বলেন, "বিগত নির্বাচনগুলিতে যেভাবে হলফনামা পূরণ করেছি, এই নির্বাচনেও সেভাবেই করা হয়েছে। বাংলাদেশের ট্যাক্স রিটার্নের সাথে মিল রেখে হলফনামা করতে হয়। হলফনামায় কোথাও কলাম নেই বিদেশি সম্পত্তি উল্লেখ করার জন্য। যেহেতু কোনো কলাম নেই ও বিগত নির্বাচনেও আমি এ বিষয়ে কোনো তথ্য দেইনি, তাই এবারও ঐ তথ্য দেইনি।„ মি. চৌধুরী দাবি করেন তিনি তার বাংলাদেশের ব্যবসা ও যুক্তরাজ্যের ব্যবসা আলাদাভাবে পরিচালনা করেন এবং দুই দেশেই নিয়ম অনুযায়ী ট্যাক্স দেন। "যেহেতু হলফনামায় কলামে নেই, আমি বাড়তি কথা কেন বলতে যাব। সে কারণেই `অন গুড ফেইথ, আমি দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে কাজ করে এসেছি, সেভাবেই হলফনামা পূরণ করেছি„, বলেন মি. চৌধুরী।

এভাবে হলফনামা পূরণ করার পেছনে কোনো `খারাপ উদ্দেশ্য, ছিল না বলে দাবি করেন মি. চৌধুরী। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে তৎকালীন ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিদেশে থাক ব্যবসা সম্পর্কে যেসব খবর প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে উঠে আসে যে বিদেশে মি. চৌধুরীর সম্পদের বাজারমূল্য দুই হাজার তিনশো কোটি টাকার বেশি। সম্পদের এই মূল্যায়ন বৈদেশিক মুদ্রার বর্তমান বিনিময় মূল্যের হিসেবে হওয়ায় এটিকে অতিরঞ্জিত বলে দাবি করছেন মি. চৌধুরী। তিনি বলেন, "আমার বাবা ১৯৬৭ সালে বিদেশে ব্যবসা শুরু করেন। আমি ১৯৯১ সাল থেকে ব্যবসা করেছি ও পারিবারিক ব্যবসার সম্প্রসারণ করেছি। কিন্তু ঐ ব্যবসার বাজারমূল্য আজকে থেকে ১০-১৫ বছর আগের পাউন্ডের বিনিময় মূল্য বিবেচনা করে হিসেব করা হলে যা আসবে, বর্তমান বিনিময় মূল্যের হিসেবে করলে তার চেয়ে অনেক বেশি আসবে।„ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তার বিদেশে থাকা ব্যবসার মূল্যমানও বেশি হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে বলে দাবি করেন মি. চৌধুরী। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

`দশ সপ্তাহের ভুলের খেসারত আমাকে সারাজীবন দিতে হবে?,- বিবিসি বাংলাকে অধ্যাপক ইউনূস

শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস মনে করেন ২০০৭ সালে বাংলাদেশে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তার রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ ভুল ছিল। বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক ইউনূস দাবি করেছেন, তখন সেনা সমর্থিত সরকারের অনুরোধের পরও তিনি সরকার প্রধানের দায়িত্ব নেননি। পরবর্তীতে সবার অনুরোধে রাজনৈতিক দল খোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই উদ্যোগটি শুরুর পর দশ সপ্তাহের মধ্যেই তিনি সেখান থেকে সরে আসেন। অধ্যাপক ইউনূস প্রশ্ন রাখেন, "দশ সপ্তাহের সেই ঘটনার জন্য সারাজীবন আমাকে খেসারত দিতে হবে?„ ঐ সময় তিনি যে রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেটির নাম ছিল `নাগরিক শক্তি,। কেনইবা তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কেনইবা সেখান থেকে সরে এলেন- এসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন বিবিসি বাংলার কাছে। বিবিসি বাংলার সম্পাদক মীর সাব্বিরের সাথে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এই সাক্ষাৎকারে নোবেলজয়ী এই অর্থনীতিবিদ তার মামলা, তার প্রতিষ্ঠান দখলের অভিযোগ, বাংলাদেশের নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বন্ধের ঘটনা-সহ নানা বিষয়ে খোলামেলা উত্তর দেন।

যেখানে তিনি জানান, তার বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা রয়েছে। তাতে সাজা হয়েছে। জামিনে আছেন একটি মামলার সাজায়। এর প্রভাব তার ব্যক্তি জীবনেও পড়ছে বলে তিনি জানান। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, "ব্যক্তিগত জীবনে সবকিছু তছনছ হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী একজন ডিমেনশিয়া রোগী। সে আমাকে ছাড়া কাউকেই চিনতে পারে না। তার দেখাশোনার দায়িত্ব সব আমার। এ অবস্থায় জেলে থাকতে হলে আমার স্ত্রীর কী অবস্থা দাঁড়াবে?„ অধ্যাপক ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘন, দুর্নীতি দমন কমিশনে অর্থ পাচার-সহ যে শতাধিক মামলা রয়েছে তার মধ্যে একটি মামলায় ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়েছে। অনেক মামলার বিচার কাজ চলছে এখনো। এসব মামলার কারণে অধ্যাপক ইউনূসকে অনেক সময় ব্যয় করতে হয় আইনি লড়াইয়ে। বিবিসি বাংলার কাছে তিনি বলেন, "আমি কোনো প্ল্যান-গ্রোগ্রাম করতে পারছি না। আমি এবং আমার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সবার জন্য এক ধরনের অনিশ্চয়তা কাজ করছে।„ তিনি জানান, গ্রামীণের এসব প্রতিষ্ঠান থেকে তারা কোনো বেতন-ভাতা নেন না। তারা অবৈতনিকভাবে কাজ করেন সেখানে। "এসব প্রতিষ্ঠান করতে গিয়ে আমি গেলাম। আমার সংসার গেল। আমার ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যত গেল। আমাকে দেখলে লোকে ভয় পায়। আমি আসামি মানুষ„ বলছিলেন শান্তিতে নোবেলজয়ী এই বাংলাদেশি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ টেলিকম ও গ্রামীণ কল্যাণ-সহ আটটি প্রতিষ্ঠান জবর দখলের অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করেন। ঢাকার মিরপুরের চিড়িয়াখানা রোডে টেলিকম ভবনে ছিল ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো। তখন ঐ প্রতিষ্ঠানটি দখলের অভিযোগ করলেও এখন কী অবস্থায় আছে সেটি? বিবিসি বাংলাকে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, "এখন আমরা এখানে আছি। তবে ভবিষ্যতে কী হবে আমরা জানি না। হঠাৎ করে একদল লোক আমাদের এখানে আসলো। চেচামেচি করে ঢুকলো। নিয়মকানুন কিছু মানলো না। সবাইকে হুকুম দিতে আরম্ভ করলো।„ তিনি জানান, তারা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে চিঠি আনার দাবি করে চেয়ারম্যান থেকে সব কিছু পরিবর্তনের কথা বলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে দিয়েছিল। এর মাধ্যমে তারা এক ধরনের ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করলেও মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন `দখলে আসা ব্যক্তিদের, আর এখন ঐ প্রতিষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে না।

এখন কি জবর দখল অবস্থার অবসান হয়েছে? বিবিসি বাংলার এমন প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, "আপাতত তেমন কিছু আমরা চোখে দেখতে পারছি না। ভেতরে থাকলেও থাকতে পারে। আমরা তো জানি না পরের দিন কী হবে।" ২০০৬ সালে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল। সেই নোবেল বিজয়ী একটি প্রতিষ্ঠান ও নোবেলজয়ী একজন ব্যক্তির মধ্যে বৈরি সম্পর্ক কেন হলো? এমন প্রশ্নের জবাবে শান্তিতে নোবেলজয়ী এই অর্থনীতিবিদ বলেন, "এটা অদ্ভূত একটা বিষয় না? কী গভীর সম্পর্ক হওয়ার কথা ছিল? এখন সেই প্রতিষ্ঠানের নাম নিয়ে জঙ্গিভাবে হামলা করতে আসছে। কেন এমন হচ্ছে?„ ২০১১ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের দায়িত্ব ছাড়েন অধ্যাপক ইউনূস। এর একযুগেরও বেশি সময় পরে গত ফেব্রুয়ারিতে সেই গ্রামীণ ব্যাংক দখলের চেষ্টা চালায় একটি পক্ষ। অধ্যাপক ইউনূস বিবিসি বাংলাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, "বাংলাদেশে নোবেল পুরস্কার আসলো। সবার মনে এত আনন্দ। বহুদিন এই আনন্দ ছিল দেশের মানুষের মধ্যে। স্মৃতিটা গভীরভাবে গেঁথে গেছে বাংলাদেশের মানুষের মনে।„ তিনি বলেন, "নোবেল তো এমন একটা জিনিস না যে এটা আমি আবিষ্কার করেছি। পৃথিবীর মধ্যে গ্রহণযোগ্য একটা জিনিস।„ এই বৈরি সম্পর্ক কাটাতে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো কি না? এমন প্রশ্নে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, "নাহ আমার সাথে কোন যোগাযোগ হয়নি। আমাদের দিক থেকে সম্পর্কে কোন ছেদ পড়েনি।„ ক্ষুদ্রঋণের ধারণার মাধ্যমে সারাবিশ্বে সাড়া ফেলে গ্রামীণ ব্যাংক। অধ্যাপক ইউনুসের ক্ষুদ্রঋণ ধারণার কারণে তিনি ও গ্রামীণ ব্যাংক শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জেতে ২০০৬ সালে। কিন্তু এরপর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন বক্তব্যে অধ্যাপক ইউনূসকে সুদখোর বলেছেন বলেও বিভিন্ন সময় খবর প্রচারিত হয়েছে। এই বক্তব্য নিয়েও সাক্ষাৎকারে কথা বলেন তিনি। অধ্যাপক ইউনূস বলেন "আমরা রক্তচোষা। ঠিক আছে আমরা না হয় রক্তচোষা। যখন আমরা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ শুরু করেছি তখন লোকে বলতো আমরা রক্তচোষা। এখন তো এই ব্যবসা সবাই করছে। সরকারও করছে। সরকার টাকা দিচ্ছে। সরকার নিয়ম-নীতি করে দিচ্ছে। এখন কে কার রক্ত চুষছে?„ তিনি বলেন, "আমাকে বহুবার সুদখোর বলা হয়েছে। খুব কষ্ট লাগে। যে লোকটা বাংলাদেশের জন্য নোবেল পুরস্কার এনে দিলো যে, তাকে নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী এমন হেলা করবে, অপমান করবে এটা তো কারো ভালো লাগার কথা না। এটাতে দেশের মানুষেরও ভালো লাগার কথা না।„ "একটা কথা বারে বারে বললে মানুষের মনে গেথে যাবে তো। মানুষ মনে করবে লোকটা তো খারাপ লোক। দেশের অনিষ্ট করছে। মানুষ তো আমার দিকে তাকালে বললে লোকটা সুদখোর, ধরো তাকে,„ বলছিলেন অধ্যাপক ইউনূস। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, "আমারও জানতে ইচ্ছা করে কেন তারা এই কথাগুলো বলে। এটা মানুষকে হেয় করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য তো দেখি না।„

অন্য ব্যাংকগুলোর সাথে গ্রামীণ ব্যাংক সুদের হারের পার্থক্য তুলে ধরেন তিনি। বলেন, "গ্রামীণ ব্যাংকের ৭৫ শতাংশ মালিকানা তো সদস্যদের। তো সুদ যদি খেয়ে থাকে গরীব মানুষই খাচ্ছে, মহিলারা খাচ্ছে। মাঝখান থেকে আমি সুদখোর হয়ে গেলাম কেন? আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কেন সুদখোর বলা হচ্ছে?" প্রশ্ন রাখেন তিনি। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, "গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার হলো সর্বনিম্ন। সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব মাইক্রোক্রেডিট অথরিটির কাছে। যেটা সরকারেরই প্রতিষ্ঠান।„ ২০০৭ সালে ওয়ান ইলেভেনের পর সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস। তখন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে একটা রাজনীতির চেষ্টা চলছিল। সেই সময় অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে একটি দল গঠনের আলোচনাও ছিলো জোরালোভাবে। সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে সব প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দেন অধ্যাপক ইউনূস। তিনি বলেন, "সেই সময় সেনাবাহিনী তো আমার কাছেই আসলো। তারা আমাকে বললো, আপনি সরকার প্রধান হবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারা আমাকে বলেছিলো, বাংলার মসনদ আপনার হাতে। আপনি এটাতে বসেন। আমি বলেছি, নাহ আমি তো বসবো না। আমি তো রাজনীতি করি না। আমি তো রাজনীতির মানুষ না।„ তিনি বলেন, "বারে বারে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হলো। কখনো ভয় দেখানো হলো, কখনো উৎসাহ দেয়া হলো যে এটা মস্ত বড় সম্মানের বিষয়। আমি প্রতিবারই জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছি আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করব না। তারা তারপরও আসার কথা বলল। কিন্তু আমি আমার অবস্থান পরিবর্তন করব না বলেই জানিয়েছিলাম।„ এমন পরিস্থিতিতে নাগরিক শক্তি নামে একটি দল গঠনের উদ্যোগের কথা তিনি জানান। তিনি বলেন, "আমাকে নানা রকম চাপের মধ্যে ফেলা হলো। তখন আমি সবাইকে চিঠি দিলাম, সবার মতামত নিতে থাকলাম। পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত আসলো। তখন দলের নাম কী হবে সেটা নিয়ে কৌতুহল ছিল। তখন আমি একটা নাম দিলাম নাগরিক শক্তি। পরবর্তী একটা সময় বলে দিলাম নাহ আমি আর এই রাজনীতিতে নাই, আমি রাজনীতি করতে চাই না।„ তবে রাজনৈতিক দল গঠনের সেই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল বলে তিনি মনে করেন। সম্প্রতি শেষ হলো বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনের টানা চতুর্থবারের মতো জয় পেয়ে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। এই নির্বাচনের আগে অধ্যাপক ইউনূসের তত্ত্বাবধায়ক সরকারে আসছে বলেও নানা বক্তব্য শোনা যাচ্ছিল দেশের রাজনীতিতে।

তবে অধ্যাপক ইউনূস জানান, ঐ সময় যা শোনা যাচ্ছিল সবই ছিলো গুজব। তিনি এসবের কিছুই জানতেন না বলেও দাবি করেন। নির্বাচনের পর সরকার গঠন হলেও অধ্যাপক ইউনূস মনে করেন দেশে এখনও গণতন্ত্র নিয়ে এক ধরনের সংকট রয়েছে। বিবিসি বাংলাকে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, "আমরা এখন গণতন্ত্রহীন অবস্থায় আছি। আমি ভোট দেই নাই। অনেকেই ভোট দেয় নাই। আমি তো ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারি নাই। অনেকে পারে নাই। ভোট যদি আমি না দেই। অংশগ্রহণ যদি না করতে পারি। তাহলে সেটা কোন গণতন্ত্র?„ তিনি বলেন, "গণতন্ত্র শুধু মুখে বললেই হবে না। আমি যদি ভোটটা দিতে পারতাম, তাহলে তো আমি বলতে পারতাম এটাই ঠিক। আমাকে তো কাউকে পাশ করার জন্য চয়েজ দেয়া হয়নি। তাহলে এটা কীসের গণতন্ত্র?„ বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর পদ্মাসেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। সে সময় অর্থায়নে রাজিও হয় বিশ্ব ব্যাংক। কিন্তু মাঝপথে সেই অর্থায়ন আটকে যায় দুর্নীতির অভিযোগে। এরপর বিভিন্ন সভা-সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ তোলেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস প্রভাবিত করার কারণেই আটকে গিয়েছিলো পদ্মাসেতুর অর্থায়ন। বিবিসি বাংলা সাক্ষাৎকারে এসব বিষয় নিয়ে সরাসরি কথা বলে অধ্যাপক ইউনুসের সাথে। জবাবে তিনি বলেন, "আমার বাধা দেয়ার তো কোনো কারণ নাই। দেশের মানুষের স্বপ্ন পদ্মা সেতু। এটা বাধা দেয়ার প্রশ্ন আসছে কেন? বিশ্ব ব্যাংক তো আমার প্রভাবিত করার জন্য অপেক্ষা করে নাই। তারা তো বলছে দুর্নীতি হয়েছে।„ সে সময়ের সেই ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরেন নোবেলজয়ী এই বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ।

ড. ইউনূস বলেন, "দুর্নীতি হয়েছে এমন কারণ দেখিয়ে তখন বিশ্ব ব্যাংক বিভিন্নজনকে প্রকল্প থেকে সরানোর কথা বলেছে। সরকার তাদের সরিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত একজনকে সরাতে রাজি হলো না সরকার। তখন পরিষ্কারভাবে বিশ্ব ব্যাংক বলেছিলো, না সরালে টাকা দেবে না। সরকার তখন রাজি হলো না। তারা টাকা বন্ধ করে দিলো। তাহলে এখানে আমাকে কেন দোষ দেয়া হচ্ছে?„ পদ্মা সেতুর বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে তার কোনো যোগাযোগ হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি। দীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তার কর্মজীবন, ক্ষুদ্র ঋণ, গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা-সহ নানা বিষয়ে তার খোলামেলা বক্তব্য তুলে ধরেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

বিদ্যুতের দাম বাড়ায় মাসে বাড়তি বিল কত টাকা গুণতে হবে?

বাংলাদেশে এক বছরের মাথায় আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়ালো সরকার। এ দফায় গ্রাহক পর্যায়ে ইউনিট প্রতি সর্বনিম্ন ২৮ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ এক টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা পর্যন্ত দাম বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ইউনিটে গড়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে সাড়ে ৮ শতাংশ। গত মাস, অর্থাৎ পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন এই দাম কার্যকর করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত দু'টি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়। এর আগে গত মঙ্গলবার বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিল সরকার। এর দুই দিনের মাথায় বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিন দফায় প্রতিমাসে গড়ে ৫ শতাংশ করে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছিল। বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকির চাপ সামলাতে বিদ্যুতের দাম সমন্বয় করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। "এবার বিদ্যুতের ভর্তুকি গিয়ে দাঁড়াবে ৪৩ হাজার কোটি টাকায়। সে কারণে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দাম সমন্বয়ে যেতে হবে। জ্বালানির দামের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। আমরা ধীরে ধীরে কয়েক বছর ধরে মূল্য সমন্বয়ে যাব,„ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে একথা বলেন মি. হামিদ। ডলার ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ বেড়েছে বলেও জানান তিনি। "আমাদের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ প্রায় ১২ টাকা। আর আমরা গড়ে প্রতি ইউনিট বিক্রি করছি সাত টাকায়। ফলে সমন্বয়টা উপরের দিকে বেশি করছি, নিচের দিকে কম করছি„, বলেন প্রতিমন্ত্রী মি. হামিদ। খুচরার পাশাপাশি এ দফায় পাইকারিতেও গড়ে পাঁচ শতাংশ দাম বাড়ানো হয়েছে। এ নিয়ে গত দেড় দশকে বিদ্যুতের দাম দশ বারেরও বেশি বাড়ানো হলো। আগে গণশুনানির মাধ্যমে বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করত এ খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে আইন সংশোধন করে বিইআরসির পাশাপাশি দাম বাড়ানোর ক্ষমতা হাতে নেয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। এর পর থেকে নির্বাহী আদেশে দাম বাড়িয়ে আসছে বিদ্যুৎ বিভাগ। এ দফায় গ্রাহক পর্যায়ে ইউনিট প্রতি গড়ে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৭০ পয়সা।

এর মধ্যে বাসাবাড়িতে সবচেয়ে কম বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী বা লাইফলাইন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে ২৮ পয়সা। আগে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য তাদের খরচ করতে হতো চার টাকা ৩৫ পয়সা। এখন সেটি বেড়ে হয়েছে চার টাকা ৬৩ পয়সা। অর্থাৎ দাম সাড়ে ছয় শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এই শ্রেণির গ্রাহকরা সাধারণত বাসায় একটি ফ্যান ও দু'টি বাতি চালান এবং মাসে সর্বোচ্চ ৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। এর ফলে ৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যহারকারী একজন লাইফলাইন গ্রহকের আগে যেখানে মাসে নিট বিল আসতো ২১৭ টাকা ৫০ পয়সা, এখন সেটি বেড়ে বিল আসবে ২৩১ টাকা ৫০ পয়সা। অর্থ্যাৎ অন্তত ১৪ টাকা বেশি বিল দিতে হবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের হিসেবে, বাংলাদেশে এ ধরনের গ্রাহক রয়েছে প্রায় এক কোটি ৬৫ লাখ।

গ্রাহকদের মধ্যে যাদের বাসায় একাধিক বাতি, ফ্যান, টিভি, ফ্রিজ এবং একটি এসি রয়েছে, তারা সাধারণত ৭৬ থেকে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকে। তাদের জন্য বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে ইউনিটপ্রতি ৫৭ পয়সা। ফলে এখন থেকে মাসে তাদের প্রায় একশ টাকা বেশি বিল গুনতে হতে পারে। আগে এই শ্রেণিতে বিদ্যুতের ইউনিটপ্রতি দাম ছিল ছয় টাকা ৬৩ পয়সা। এখন সেটি বাড়িয়ে প্রতি ইউনিটের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে সাত টাকা ২০ পয়সা। অন্যদিকে, আবাসিকে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৬০০ ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকদের। মূলত: বিত্তবানরাই এই শ্রেণির গ্রাহক। তাদের জন্য ইউনিটপ্রতি বিদ্যুতে দাম সর্বোচ্চ এক টাকা ৩৫ পয়সা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। আগে যেখানে প্রতি ইউনিটের জন্য তাদের মূল্য দিতে হতো ১৩ টাকা ২৬ পয়সা, এখন সেটি বেড়ে হয়েছে ১৪ টাকা ৬১ পয়সা। ফলে আগে ৬৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে যেখানে বিল আসতো ৮,৬১৯ টাকা, এখন সেখানে বিল দিতে হবে ৯,৪৯৬ টাকার মতো। অর্থাৎ গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তাদেরকে আটশ টাকার মতো বাড়তি বিল দিতে হবে।

এছাড়া গ্রাহকদের মধ্যে অনেকেরই বিদ্যুতের ব্যবহার ২০১ থেকে ৩০০ ইউনিটের মধ্যে হয়ে থাকে। তাদের ক্ষেত্রে ইউনিটপ্রতি বিদ্যুতের মূল্য ছয় টাকা ৯৫ পয়সা থেকে বাড়িয়ে সাত টাকা ৫৯ পয়সা করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি সব বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত দামে বিদ্যুৎ কিনে নেয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। এরপর তারা উৎপাদন খরচের চেয়ে কিছুটা কমে সরকার নির্ধারিত পাইকারি দামে ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার কাছে বিক্রি করে। ঘাটতি মেটাতে পিডিবি সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি নেয়। বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে পিডিবি লোকসান করেছে ৪৩ হাজার ৫৩৯ কোটি টাকা। এ ক্ষতির দায় কাটাতে ৩৯ হাজার ৫৩৪ কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ করেছে সরকার। তবে বিতরণ সংস্থাগুলো কোন ভর্তুকি পায় না। তারা খুচরা দামে ভোক্তার কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করে মুনাফা করে থাকে। নতুন দর অনুযায়ী সেচে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম চার টাকা ৮২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ টাকা ২৫ পয়সা করা হয়েছে। নিম্নচাপে (২৩০-৪০০ ভোল্ট) বাণিজ্যিক ও অফিসে গড় দাম ১১ টাকা ৯৩ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১৩ টাকা এক পয়সা করা হয়েছে। মধ্যম চাপের (১১ কিলো ভোল্ট) ক্ষেত্রে এটি করা হয়েছে গড়ে ১১ টাকা ৬৩ পয়সা। উচ্চ চাপে (৩৩ কিলো ভোল্ট) শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট গড়ে নয় টাকা ৯০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা ৭৫ পয়সা করা হয়েছে। আর অতি উচ্চ চাপে (১৩২ ও ২৩০ কিলো ভোল্ট) নয় টাকা ৬৮ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা ৬৬ পয়সা করা হয়েছে। ভারী শিল্পকারখানা গুলোই মূলত এই শ্রেণির গ্রাহক।

এছাড়া শিক্ষা, ধর্মীয়, হাসপাতাল ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ইউনিটপ্রতি বিদ্যুতের দাম ছয় টাকা ৯৭ পয়সা থেকে বাড়িয়ে সাত টাকা ৫৫ পয়সা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ গত মঙ্গলবার বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেন। তখন এর কারণ ব্যখ্যা করে তিনি বলেন, প্রতিবছর শুধুমাত্র বিদ্যুৎ খাতে সরকারকে ৪৩ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয় এবং জ্বালানির ক্ষেত্রে দিতে হয় ছয় হাজার কোটি টাকা। "আগামী কয়েক বছর ধরে আমরা এই দামটা সমন্বয় করবো...বিদ্যুতের ক্ষেত্রে উৎপাদনে অতিরিক্ত খরচ দিতে হচ্ছে, সেখানে সমন্বয় করতে হবে,„ বলেন তিনি। "আগামী বছর আমাদের নিউক্লিয়ার চলে আসবে। ভারত থেকে কম দামে বিদ্যুৎ আসছে। দুই বছরের মাঝে দুই হাজার মেগাওয়াট সোলার এটার সাথে যোগ হবে। কিন্তু তারপরও যে ভর্তুকিটা রয়ে যাবে, তা ডলারের দামের পার্থক্যের কারণে। সেই কারণেই এই দামটা আমাদের সমন্বয় করা দরকার।„ ডলারের দাম প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রীর ভাষ্য, "আমরা যখন কয়লার পাওয়ার প্লান্টগুলো নিয়ে আসছি, সেই সময়ে ডলারের যে ভ্যালু এবং কয়লার যে দাম ছিল, তা অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রতি ডলারে প্রায় ৪০ টাকা পার্থক্য হয়ে গেছে।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে পাহারা হচ্ছে কীভাবে, সমস্যা কোথায়?

মিয়ানমারের রাখাইনে গৃহযুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের চেষ্টা রয়েছে। কিন্তু কোনোভাবেই যেন মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আর কেউ ঢুকতে করতে না পারে সেজন্য কঠোর অবস্থান নিয়েছে বাংলাদেশ। সেজন্য মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে সার্বক্ষণিক নজরদারির সঙ্গে অতিরিক্ত কড়াকড়ি এবং বাড়তি সতর্কতা নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সীমান্তের ২৭১ কিলোমিটারের মধ্যে একটা বড় অংশ বিভাজিত করেছে নাফ নদ। দুই দেশের সীমানা নির্ধারণকারী নাফ নদে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে দুটি বাহিনী। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিজিবি এবং কোস্ট গার্ড যৌথভাগে নাফ সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে। সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে গিয়ে মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় সীমান্তরক্ষী মোতায়েন এবং নজরদারির ক্ষেত্রে বাড়তি মনোযোগ লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয়রা বলছেন, নাফ নদে কোস্ট গার্ড এবং বিজিবির টহল বেড়েছে আবার স্থলভাগেও অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করতে দেখা যাচ্ছে। রাখাইনে গৃহযুদ্ধের প্রভাবে মিয়ানমার বাংলাদেশ সীমান্তে এখনো থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সীমান্তের ওপারে গোলাগুলি কিছুটা কমেছে, কিন্তু এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। রাখাইন রাজ্যের অনেক এলাকা বিদ্রোহী আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এখন জান্তা বাহিনী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো পাল্টা আক্রমণ করলে বাংলাদেশে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ হতে পারে এমন উদ্বেগ কাজ করছে।

সীমান্তে দায়িত্বরত সৈন্যদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক কথা বলে বোঝা গেছে সেখানে নতুন করে অনেক সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। সবমিলিয়ে যে ধারণা পাওয়া গেছে তাতে মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে বিজিবি ও কোস্ট গার্ডের জনবল অন্তত দ্বিগুণ করা হয়েছে। কিন্তু সীমান্ত পরিস্থিতিতে চলমান তৎপরতা সম্পর্কে বিজিবি এবং কোস্ট গার্ড কেউ কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেয়নি। সীমান্ত এলাকায় কোস্ট গার্ড তাদের নৌ-যান এবং টহলের দিকটি পরিদর্শনের সুযোগ দিলেও বিজিবি এক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তা এবং কড়াকড়ি আরোপ করেছে। নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবি এখন কোনোভাবেই সীমান্তের কাছাকাছি কাউকে যেতে দিচ্ছে না। সাংবাদিকদেরও সেখানে সীমান্তবর্তী গ্রামে প্রবেশে বাধা দেয়া হচ্ছে। বিবিসির সাংবাদিক তমব্রু বাজারে ইউনিয়ন পরিষদে যেতে চাইলে বাইশফাঁড়ী বিওপি থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। সীমান্ত এলাকা এখনও নিরাপদ নয় এবং নিরাপত্তার স্বার্থে সাংবাদিকদের সেখানে প্রবেশাধিকার সীমিত করা হয়েছে বলেই জানানো হয়েছে। ঘুমধুম সীমান্ত বিওপির কাছে গেলে সেখানেও সীমান্ত এলাকার ছবি তোলা এবং গাড়ি নিয়ে অবস্থান করতে দেয়া হয়নি। বিধি-নিষেধ এবং সতর্কতার বিষয়ে দায়িত্বরত সৈন্যরা প্রত্যেকেই জানিয়েছেন তাদের উপর থেকে কড়া নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কক্সবাজার রিজিওনাল কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও সদর দপ্তরের অনুমতি ছাড়া কোনো বক্তব্য দিতে অপারগতা তিনি জানান। বিজিবি সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সীমান্ত নিরাপত্তা ইস্যুতে এই মুহূর্তে কোনো বক্তব্য দেয়া সম্ভব নয় বলে বিবিসিকে জানানো হয়েছে। টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ সংলগ্ন উপকূল অংশে মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধ করা কোস্ট গার্ড ও বিজিবির সবসময় বড় অগ্রাধিকার। এর সঙ্গে বর্তমানে মিয়ানমার থেকে যে কোন ধরণের অনুপ্রবেশ ঠেকানো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। এর কারণ হিসেবে জানা যায় সরকারের কঠোর নির্দেশনা যেমন আছে তেমনি সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশের চেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

শাহপরী জেটি ঘাটে জেলে নৌকার পাহারাদার নূর হোসেন বলছিলেন, রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা থেমে নেই। গত সপ্তাহে নৌকায় বড় একটি দল ঢোকার চেষ্টা করেছিল। মি. হোসেনের হিসেবে ছোট নৌকায় করে ৩০-৩৫ জনের মতো একটি দল এসেছিল যাদেরকে পরে তাদের মংডু এলাকা দিয়ে মিয়ানমারে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বিজিবি ও কোস্ট গার্ডের দায়িত্বশীল কেউ বক্তব্য না দেয়ায় নূর হোসেনের দাবির বিষয়টিও যাচাই করা সম্ভব হয়নি। রাখাইনে গৃহযুদ্ধের কারণে গত এক মাসে সীমান্ত দিয়ে কতজন বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করেছে এবং তাদের কতজনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে এ নিয়ে বিজিবি বা কোস্ট গার্ডের কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে টেকনাফ বিজিবি অধিনায়কের বরাত দিয়ে ২২শে ফেব্রুয়ারি রোহিঙ্গাদের নয় সদস্যকে পুশব্যাক করার খবর স্থানীয় গণমাধ্যমে এসেছে। নূর হোসেন বলেন যারা বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করেছিল সেখানে নারী পুরুষদের দেখে রোহিঙ্গা বলেই মনে হয়েছে। শাহপরীর দ্বীপ এলাকায় কোস্ট গার্ড এবং বিজিবি যেভাবে তৎপর রয়েছে আগে কখনো এতটা সতর্ক এবং হুশিয়ার দেখেননি বলে জানান নূর হোসেন। মিয়ানমারে আরাকান আর্মির ওপর হামলা হলে সেখান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বজায় রাখা কঠিন হবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) আ. ল. ম. ফজলুর রহমান। বিবিসি বাংলাকে মি. রহমান বলেন, মিয়ানমারের সঙ্গে স্থল সীমান্তের ১৬৪ কিলোমিটার অংশ দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় সবখানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। "বিজিপির তিনশ জন এবং দুই জন আর্মি তারা যে বাংলাদেশে ঢুকলো এটাতো তারা বর্ডার ক্রস করেই এসেছে। বিজিবি তো তাদের ঠেকাতে পারেনি।"

মি. রহমানের কথায়, "বান্দরবান এলাকায় যদি আপনি যান সেখানে যে গভীর জঙ্গল সেখানে কিন্তু বিজিপিরও লোক নাই আমাদেরও কিন্তু নাই। ওই এলাকাগুলোতে যদি কোনো মানুষ অবস্থান নিয়ে থাকে, এদেরকে ফ্ল্যাশ আউট করা কিন্তু খুব মুশকিল। মিয়ানমার সীমান্ত এলাকা অবশ্যই দুর্গম এবং এই এলাকাটা আমরা এর আগে ওইরকম গুরুত্ব দেইনি যতখানি দেয়া উচিৎ ছিল। কেননা মিয়ানমার থেকে যখন ২০১৭ সালে রোহিঙ্গারা আসলো তখন যদি কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হতো তাহলে কিন্তু সুবিধা হতো। কিন্তু সেটা আমরা করিনি। করলে কিন্তু এখন যেটা ঘটছে এটা হয়তো ঘটতো না এবং বিজিবির পক্ষে বর্ডার গার্ড করতে সুবিধা হতো।„ বিজিবির জন্য আরেকটি সংকট হলো সীমান্তের ওপারের এলাকা এখন বিদ্রোহী আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু আরাকান আর্মির সঙ্গে বিজিবির কোনো প্রকাশ্য যোগাযোগ নেই। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে যে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে যে যে পতাকা বৈঠক হয় বিজিবি এখন সেটি করতে পারবে না আনুষ্ঠানিকভাবে। সাবেক মহাপরিচালক ফজলুর রহমান বলছেন, সরকারি নির্দেশনা ছাড়া এই যোগাযোগের ম্যান্ডেট বিজিবির নেই। "বিজিবির এরকম কোনো ম্যান্ডেট নাই যে রাষ্ট্রীয়ভাবে তারা আরাকান আর্মির সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এটা সরকারকেই এটার ব্যবস্থা নিতে হবে," বলেন ফজলুর রহমান। সর্বশেষ মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন করতে গিয়ে বিজিবির বর্তমান মহাপরিচালক জানিয়েছিলেন সীমান্ত নজরদারি করতে সক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে। এখন উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় সীমান্তে নজরদারি করতে সক্ষম বিজিবি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

একটি ভবন নিরাপদ কি না, যে ১০টি বিষয় দেখে বোঝা যাবে

বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বেইলি রোডের গ্রিন কজি কটেজ নামক সাত তলা একটি ভবনে আগুন লেগে প্রায় অর্ধশত মানুষ নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছে বহু মানুষ। গতবছরও ঢাকায় একাধিক বড় বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। উদারহরণস্বরূপ, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ঈদের আগে আগে রাজধানীর বঙ্গবাজারের সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, যাতে প্রায় পাঁচ হাজার দোকান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং অনেক ব্যবসায়ী সর্বশান্ত হয়ে যায়। এই ঘটনার কিছুদিন আগে পুরান ঢাকার সিদ্দিকবাজার এবং বছর শেষে মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে সারা দেশে মোট ২৭ হাজার ৬২৪টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ, প্রতিদিন গড়ে দেশে ৭৭টি আগুনের ঘটনা ঘটেছে এবং তাতে কয়েকশত মানুষ আহত ও নিহত হয়েছেন। কোনও আবাসিক বা বাণিজ্যিক ভবনে আগুন লাগার পর ঘুরে ফিরে প্রায়ই একটা বিষয় আলোচনায় আসে যে আগুন নেভানোর জন্য সেখানে কোনও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিলো না। বেইলি রোডের গ্রিন কজি কটেজে আগুন লাগার পরও এই প্রশ্ন সামনে এসেছে। ফায়ার সার্ভিস থেকে বলা হয়েছে, ভবনটিতে আগুন নেভানোর কোনও ব্যবস্থাই ছিলো না। আগুন নেভানোর জন্য `পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা,সমূহ কী কী বা, নিজের প্রিয়জনদের নিয়ে কোনও ভবনে প্রবেশের আগে একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে বুঝবেন যে ভবনটি তাদের জন্য নিরাপদ কি-না; এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঢাকা শহরের অন্তত ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ভবন ঝুঁকিপূর্ণ এবং আগুন নেভানোর জন্য সেসব ভবনে কোনও প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। তাই, খাওয়া-দাওয়া বা ঘোরাঘুরি, যে কোনও প্রয়োজনেই কোনও ভবনে প্রবেশ করার আগে ঐ ভবনটি কতটা নিরাপদ, তা যতটা সম্ভব যাচাই করে নেয়ার পরামর্শ দেন তারা। একটা ভবন কতটা নিরাপদ বা ভবনের ত্রুটিগুলো কোথায়, একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে খালি চোখে সেটা যাচাই-বাছাই করা প্রায় অসম্ভব। কারণ এটি বিশেষজ্ঞদের কাজ। কিন্তু কিছু বিষয় আছে, যা দেখে যে-কোনও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবেন যে ভবনটি তার জন্য কতটুকু নিরাপদ। সেসবের মাঝে সবচেয়ে সহজ হলো, ভবনের সামনে নিরাপত্তা সনদ বা সার্টিফিকেট প্রদর্শন করা আছে কি-না, তা দেখে ঐ ভবনে প্রবেশ করা। এ বিষয়ে স্থপতি ইকবাল হাবিব বিবিসি বাংলাকে বলেন, "একটা ভবন নিরাপদ কি না, সেটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে না; রাষ্ট্র এখানে সবচেয়ে বড় অপরাধ করছে। যেহেতু রাষ্ট্র এখনও শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারছে না যে তার রাষ্ট্রের সকল ভবন নিরাপদ; সেহেতু একটি ভবন যে নিরাপদ, সেটার অনুমোদন প্রকাশ্যে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা জরুরি। এটিকে একটি উন্মুক্ত স্থানে সাধারণের জন্য প্রদর্শন করতে হবে," তিনি বলেন। অর্থাৎ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ফায়ার সার্ভিস, সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর-সহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের আইন ও বিধিমালা মেনে যে ঐ ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে এবং নির্মাণের পর সেখানকার সমস্ত কাজও যে আইন মেনেই হচ্ছে, সেই মর্মে একটা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভবন মালিককে একটি সার্টিফিকেট তথা সনদ দিবে। অর্থাৎ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ফায়ার সার্ভিস, সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের আইন ও বিধিমালা মেনে যে ঐ ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে এবং নির্মাণের পর সেখানকার সমস্ত কাজও যে আইন মেনেই হচ্ছে, সেই মর্মে একটা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভবন মালিককে একটি সার্টিফিকেট তথা সনদ দিবে। সনদ প্রাপ্তির পর ভবন মালিক সেটিকে ফলক বা নোটিশ আকারে ভবনের সামনে টাঙ্গিয়ে রাখবে। যদিও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমন কোনও উদ্যোগ দেখা যায় না। এর কারণ হিসেবে এই স্থপতি বলেন, "এই সার্টিফিকেট দেয়ার জন্য একক কোনও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নাই।„

বেইলি রোডের অগ্নিকাণ্ডকে `অবহেলাজনিত হত্যাকাণ্ড, হিসেবে সঙ্গায়িত করে তিনি আরও বলনে, "আমাদের এখানে একটা ভবন করা হলে ধরেই নেয়া হয় যে সব সংস্থার অনুমোদন নিয়ে তারা ব্যবসা পরিচালনা করছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ঘটনা ঘটার পর কর্তৃপক্ষ হাত গুটিয়ে বলছে যে, আমার অনুমোদন নেয় নাই। কেউ বলছে, নিয়েছিল কিন্তু ব্যত্যয় করেছে।" `সার্টিফিকেশন, এর নিয়ম বিশ্বের সব দেশে আছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, "পৃথিবীর সব দেশেই একটা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ এমন সার্টিফিকেশন দেয় এবং সেটা প্রকাশ্যে লাগিয়ে রাখতে হয় যে এই ভবনটি সমস্ত আইন-কানুন মেনে পরিচালনা করা হয়েছে।„ তবে শুধু সার্টিফিকেট প্রাপ্তিই শেষ কথা না, প্রতিবছর সেটির নবায়ন করার কথাও তিনি বলেন। সেই সার্টিফিকেট বা সনদে এটাও লেখা থাকবে যে `এটার সর্বশেষ অনুমোদন কত তারিখ হয়েছে এবং পরবর্তী অনুমোদন কত তারিখের মাঝে নিতে হবে।, মি. হাবিব জানান, কোনও জনাকীর্ণ ভবনের প্রবেশদ্বার যদি তিন মিটারের কম হয়, তাহলে সেখানে প্রবেশ করার আগে ভাবা উচিৎ। জনাকীর্ণ স্থানসমূহের মাঝে আছে—রেস্টুরেন্ট, মসজিদ, গীর্জা, হাসপাতাল, এমনকি স্কুলও। এই ধরনের স্থানে একসাথে অনেক মানুষ প্রবেশ করে এবং বের হয়। এছাড়া, বাণিজ্যিক ভবনে বিভিন্ন অফিস থাকায় সেসব স্থানও সবসময় লোকে লোকারণ্য থাকে। তাই, এগুলোর 'প্রবেশদ্বার অবশ্যই তিন মিটারের চেয়ে কম হতে পারবে না,, বলে জানান তিনি। "মনে রাখবেন, আগুন লাগার পর একটা মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য ভবনে মূলত দুইটা জিনিস থাকা দরকার। পর্যাপ্ত সিঁড়ি এবং অ্যালার্ম সিস্টেম। আর কিছুর দরকার নাই।„ বিবিসি বাংলাকে একথা বলেন বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল

ডিফেন্সের সাবেক পরিচালক মেজর একেএম শাকিল নওয়াজ। তিনি জানান, কোনও আবাসিক ভবন যদি ছয় তলার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে আইন অনুযায়ী সেখানে চলাচলের জন্য দু,টি সিঁড়ি থাকতে হবে। তবে যেগুলো বাণিজ্যিক ভবন বা কারখানা, সেখানে সিঁড়ি সংখ্যা আরও বেশি হবে।

"কমার্শিয়াল বিল্ডিং বা ফ্যাক্টরি যদি এক তলাও হয়, কিন্তু লোকসংখ্যা যদি দুই-তিনশো থাকে, তাহলে সেখানে ২৩ মিটার পরপর সিঁড়ি দিতে হবে,„ তিনি বলেন। এছাড়া, আগুন লাগার পর ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার উপায় হলো ভবনে ফায়ার এবং স্মোক অ্যালার্ম সিস্টেম বসানো। কারণ অ্যালার্ম সিস্টেম যদি কার্যকর থাকে, তাহলে কোথাও আগুন লাগার সাথে সাথে (ধোঁয়া হলেই) এটি তা চিহ্নিত করতে পারে এবং বিকট শব্দ করে। তখন পুরো ভবনের প্রত্যেক তলার বাসিন্দারাই আগুন সম্পর্কে জানতে পারে এবং দ্রুত ভবন খালি করে নিচে নেমে আসতে পারে। এতে প্রাণহানি অনেকটাই কমিয়ে আনা যায়। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "কোনও শপিংমল, হসপিটাল বা রেস্টুরেন্টে পর্যাপ্ত সিঁড়ি এবং ফায়ার অ্যালার্ম না থাকলে সেখানে যাবেন না।„ একটি আদর্শ ভবনে দুই ধরনের সিঁড়ি থাকে। একটি দিয়ে সবসময় চলাচল করা হয়। অন্যটি দিয়ে জরুরী অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য বের হওয়া যায়। সেজন্য একে বলা হয় জরুরী বহির্গমন পথ। আগুন লাগলে একে অগ্নি নির্গমন পথও বলা হয়। জরুরী বহির্গমনের সিঁড়ির নির্মাণশৈলী সাধারণ সিঁড়ির চাইতে আলাদা হয় এবং এর অবস্থানও সাধারণ সিঁড়ির সাথে না হয়ে ভিন্ন জায়গায় হয় সাধারণত। এই বিশেষায়িত সিঁড়ি বা জরুরী বহির্গমন পথ এমন স্থানে করা হয়, যেন ভবনে আগুন লাগলে সেখানে কোনও আগুন এবং ধোঁয়া প্রবেশ করতে না পারে। এছাড়া ভবনের যে অংশে এই সিঁড়ি থাকে, সেই অংশের দেয়ালের গঠনও অনেকটা ভিন্ন হয়।

স্থপতি ইকবাল হাবিব অগ্নি নির্গমন পথের বিষয়ে বলেন, "আবাসিক ভবন ছাড়া অন্য কিছু হলে সেই ভবনের প্রত্যেক তলায় অগ্নি নির্গমন পথ থাকতে হবে। ভবনটি কাঁচঘেরা আবদ্ধ জায়গায় হলেও তার কোনও না কোনও ধরনের উন্মুক্ত ব্যবস্থাপনা (জরুরী বহির্গমন পথ) থাকতে হবে। ভবনে এই ব্যবস্থাপনা না থাকলে আমার সন্তানকে নিয়ে আমি সেখানে ঢুকব না, যাব না, অফিস করব না, খাব না," যোগ করেন তিনি। ধরা যাক, কোনও ভবনে আগুন লেগেছে এবং সেই ভবনে পর্যাপ্ত সিঁড়ি এবং আলাদা অগ্নি নির্গমন পথও রয়েছে। কিন্তু সব থাকার পরও আগুনের মাঝে পড়লে সাধারণত মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়। তাড়াহুড়োর কারণে ঘটনাস্থল থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজে পায় না। সেজন্য ভবনে আগুন লাগলে (বিদ্যুৎ থাকুক বা না থাকুক) জরুরি বহির্গমনের দিকে যাওয়ার পথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলো জ্বলে ওঠার ব্যবস্থা থাকতে হবে বলে উল্লেখ করেন মি. হাবিব। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, "অগ্নি চলাকালীন সময়ে জ্বলে উঠে, এমন এক্সিট সাইন এবং ডিরেকশন থাকতে হবে। সিনেমা হলে যেরকম এক্সিট এবং এন্ট্রি চিহ্ন থাকে, ঠিক সেরকম।„ আগুন নেভানো বা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, সেটিকে ফায়ার এক্সটিংগুইশার বা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বলা হয়। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলোতে উচ্চচাপে রক্ষিত তরল কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। আগুন লাগলে এই যন্ত্র থেকে স্প্রে আকারে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে আগুন নেভানো হয়। একটি নিরাপদ ভবনে অন্যান্য অনুষঙ্গের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে অগ্নি নির্বাপণ সিলিণ্ডার বা ফায়ার এক্সটিংগুইশার থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ কোনও একটি ভবনে আগুন লাগার পর সেটি ছড়িয়ে পড়তে কিছুটা হলেও সময় লাগে। আগুন লাগার পর প্রথম দুই মিনিটকে বলা হয় প্লাটিনাম আওয়ার বা সবচেয়ে মূল্যবান সময়। এই সময়ে মাথা ঠান্ডা রেখে ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করলে অনেকক্ষেত্রেই আগুন নিভিয়ে ফেলা যায় এবং আগুনকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় বলে জানান মি. নওয়াজ। তাই, কোনও ভবনে প্রবেশের আগে সেই ভবনে ফায়ার এক্সটিংগুইশার বা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র আছে কি না এবং থাকলে সেটি আদৌ কাজ করছে না, সেটি দেখে নিতে বলেন তিনি। একই ভবনকে একাধিক কাজে ব্যবহার করাকে `ভবনের মিশ্র ব্যবহার, বলছেন বিশেষজ্ঞরা। যেমন, একটি ভবনে যদি মানুষের বাসাবাড়ি, অফিস, এমনকি রেস্টুরেন্ট থাকে; তাহলে সেটিকে বহু কাজে ব্যবহৃত ভবন হিসেবে ধরা হয়। স্থপতি ইকবাল হাবিব বলছেন, "রাজউক `মিশ্র ব্যবহার, নাম দিয়ে মানুষের সাথে এই অন্যায়টা করছে...এর জন্য রাজউক এককভাবে দায়ী।„

রাজউক মিশ্র ব্যবহারের ব্যাখ্যা যথাযথভাবে করছে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, "মিশ্র ব্যবহার মানে হলো, অফিস এবং আবাসিক একসাথে থাকতে পারবে। কিন্তু রেস্টুরেন্ট থাকতে পারবে না। কারণ রেস্টুরেন্ট একটা বিশেষায়িত ব্যবহার। রেস্টুরেন্টের কিচেনকে (রান্নাঘর) বাণিজ্যিক কিচেন বলা হয়। এটির ডিজাইন করা অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল কাজ। এই যে এত এত রেস্টুরেন্ট বানানো হচ্ছে, সেগুলোর কিচেন নিয়মকানুন মেনে করা হচ্ছে না। কিন্তু সেটা দেখার জন্যও কেউ নাই।„ বাসাবাড়ি এবং রেস্টুরেন্টের রান্নাঘর সম্পূর্ণ আলাদা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, "বাণিজ্যিক রান্নাঘর করতে হলে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, ভেন্টিলেশনসহ সবকিছু বিশেষ যত্নে ডিজাইন করতে হয়।" উপরের বিষয়গুলো সাদা চোখে দেখে বুঝে নেয়া যায় যে ভবনটি নিরাপদ কি-না। কিন্তু কিছু বিষয় আছে, যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে পড়বে না। কিন্তু ভবনের নিরাপত্তার জন্য সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ। অগ্নি নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও ফায়ার সার্ভিসের সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার (অব) আলী আহমেদ খান বলেন, ভবনের ডাক্ট লাইন ও ক্যাবল হোল সিল করা গুরুপূর্ণ। আধুনিক বহুতল ভবনগুলিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, হিটিং, বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সংযোগের জন্য যে

পাইপগুলো টানা হয়, সেগুলো যায় ডাক্ট লাইন এবং ক্যাবল হোলের ভেতর দিয়ে। এই লাইন ও গর্ত দিয়ে ধোঁয়া এবং আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। ধোঁয়া এবং আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তাই ডাক্ট লাইন ও ক্যাবল হোলগুলো আগুন প্রতিরোধক উপাদান দিয়ে ভাল করে বন্ধ করার কথা বলেন তিনি। "এখন ভবন নির্মাণের সময় ফায়ার কোড মানা হয় না। আর মানা হচ্ছে কি না, সেটা মনিটর করার মত সক্ষমতাও আমাদের ফায়ার সার্ভিসের নাই।„ তিনি আরও বলেন, "আমরা সবসময় আগুন লাগার পরে কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা হবে, সেটা বলি। কিন্তু আগুন লাগবেই না, আমাদেরকে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। সেজন্য ভবন নির্মাণের সময়ই ইলেকট্রিক্যাল লাইনসহ অন্যান্য বিষয়গুলো মানতে হবে।„ আগুন নেভানোর জন্য একটা প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা হচ্ছে স্প্রিঙ্কলার সিস্টেম। এটি একটি ভবনের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকে। কোনও স্থানের তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রির বেশি হলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিস্ফোরিত হয়ে পানি ছিটিয়ে দেয়। ফলে আগুন নিভে যায়।

সাধারণত বড় বড় বাণিজ্যিক বা কারখানা ভবনে সাধারণত এগুলো ব্যবহার করা হয়। তবে বর্তমানে কিছু কিছু আবাসিক ভবনেও এগুলোর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মি. নওয়াজ এ বিষয়ে বলেন, "ভবনে আগুন লাগার পর মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সেখানে সিঁড়ি এবং অ্যালার্ম সিস্টেম সবচেয়ে জরুরী। কিন্তু সম্পত্তি রক্ষার জন্য সেখানে পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে। বা, স্প্রিঙ্কলার সিস্টেম থাকা লাগবে।„ বেইলি রোডের যে ভবনে আগুন লাগে, শুরুতে সেটি একটি আবাসিক ভবন ছিল বলে জানান মি. নওয়াজ। তিনি বলেন, "এই ভবনটা প্রাথমিকভাবে আবাসিক ভবন ছিল। কিন্তু পরে এর স্ট্রাকচারাল ডিজাইন চেঞ্জ করলে রাজউক, আবাসিক ভবনে রেস্টুরেন্টকে ব্যবসা করার লাইসেন্স দিলে সিটি কর্পোরেশন, সামনের দিকে কাঁচ বসালে সেই ইঞ্জিনিয়ার; এরা এই ঘটনার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।„ যদিও কিছু গণমাধ্যমে রাজউকের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে এই ভবনের পাঁচতলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক এবং এই ভবনে শুধুমাত্র বাসাবাড়ি ও অফিস করার অনুমোদন ছিল। মি. নওয়াজ আরও বলেন যে ভবনের সামনের অংশে কাঁচ থাকায় মৃতের সংখ্যা বেশি হয়েছে। "কোনও ভবনে গ্লাস দিতে হলে সেটার ড্রয়িং এবং ডিজাইন পরিবর্তন করতে হবে...স্মোক এলে যেন তা অটোমেটিক্যালি বের হতে যেতে পারে। এই ভবনের ঐ গ্লাসের জন্য ভেতরের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। ধোঁয়া ভেতরে ঢুকে গেছে, আগুন দ্রুত ছড়িয়েছে। এখানে কোনও ভেন্টিলেশন ছিল না।" এ বিষয়ে মি. হাবিবও বলেন, "ভবন বানানোর পর তার উদ্দেশ্য পরিবর্তন করাটা গর্হিত অপরাধ।„ কারণ আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের নকশা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা একদমই আলাদা। তাই, কোনও ভবনে প্রবেশের আগে তার শুরুর ইতিহাস এবং উদ্দেশ্য জেনে নেয়া গেলে নিজেকে অনেকাংশে নিরাপদে রাখা সম্ভব। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বেইলি রোড অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চারজনের দুই দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজ ভবনে আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা মামলায়, চার অভিযুক্ত ব্যক্তির দুই দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছে ঢাকার একটি আদালত। শনিবার (২ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ নুরুল হুদা চৌধুরীর আদালত তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করে। এর আগে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আদালতে হাজির করা হয়। পরে, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা, রমনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনছার মিলটন রিমান্ড আবেদন করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন; কাচ্চি ভাই রেস্তোরাঁর ম্যানেজার জিসান, ক্যাফে চা চুমুকের মালিক আনোয়ারুল হক ও শাকিল আহমেদ রিমন এবং গ্রিন কোজি কটেজ ভবনের ম্যানেজার হামিমুল হক বিপুল। আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা উপপরিদর্শক মো. নিজাম উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বৃহস্পতিবার (২৯ ফেব্রুয়ারি) রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৪৬ জন নিহত হন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। শুক্রবার (১ মার্চ) সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে সাংবাদিকদের বলেন, "ভর্তি ১২ রোগীর কেউই আশঙ্কামুক্ত নন।„ আগুনের কারণে সৃষ্ট কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে শরীরে প্রবেশ করায় এসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে জানান তিনি। এদিকে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তরের সিনিয়র স্টাফ অফিসার মো. শাহজাহান শিকদার জানান, অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরীকে প্রধান করে, পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন, ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগের উপ-পরিচালক মো. সালেহ উদ্দিন, সংশ্লিষ্ট জোনের ডিএডি, সিনিয়র স্টেশন অফিসার ও গুদাম পরিদর্শক। এই প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্যদিকে, শুক্রবার (১ মার্চ) এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "আমি জানি যে বেইলি রোডের ভবনটিতে কোনো বীমা ছিলো না; তাই তারা (অগ্নিকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিরা) ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছুই পাবেন না। এসব ক্ষেত্রে সচেতনতা খুবই প্রয়োজন।„
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ এলিনা)

সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে স্বাগতিক নেপালের বিপক্ষে জিতলো বাংলাদেশ

চার জাতি সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে, নেপালকে ২-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবল দল। শনিবার(২ মার্চ) বিকালে ললিতপুরের আনফা কমপ্লেক্সে এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমার্ধে দুটি গোল করে বাংলাদেশ। ম্যাচ শেষে সন্তোষ প্রকাশ করেন বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ এ কে এম সাইফুল বারী টিটু। ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কোচ বলেন, "প্রথম ম্যাচ হিসেবে পারফরম্যান্স ঠিক ছিলো। তবে অনেক উন্নতি করতে হবে। বিশেষ করে এই ম্যাচে আমাদের টিম যে সুযোগ পেয়েছে, তাতে আরো গোল করা উচিত ছিলো।„ লিগ ভিত্তিক ম্যাচে ৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে এবং ৮ মার্চ একই সময়ে একই ভেন্যুতে ভুটানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। শীর্ষ দুই দল ১০ মার্চ ফাইনালে খেলবে। এর আগে, শুক্রবার(১ মার্চ) বিকালে একই ভেন্যুতে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ভুটানকে ৭-০ গোলে হারিয়েছে ভারত। ভারতের হয়ে দুটি করে গোল করেন শ্বেতা রাণি, পার্ল ফার্নান্ডেজ ও আনুশকা কুমারী। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ এলিনা)

জলবায়ু অভিবাসী ও শরণার্থীর সংজ্ঞা বদলাতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি বাংলাদেশের আহবান

জলবায়ু অভিবাসী ও শরণার্থী,র সংজ্ঞা পরিবর্তন করতে, বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানিয়েছে বাংলাদেশ। শনিবার (২ মার্চ) তুরস্কে অনুষ্ঠিত, আন্টালিয়া কূটনীতি ফোরামের প্রথম প্যানেল আলোচনায় এ আহবান জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। জলবায়ু অভিবাসী ও উদ্বাস্তু বৃদ্ধিতে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিরূপ প্রভাব এবং আরো যেসব বিষয় নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে সেগুলোর ওপর আলোকপাত করেন তিনি। জাতিসংঘের অভিবাসী ও শরণার্থী সংজ্ঞা,র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে, জলবায়ু অভিবাসী ও উদ্বাস্তুদের সংজ্ঞা দ্রুত পরিবর্তন করার জন্য এ আহবান জানিয়েছে বাংলাদেশ। হাছান মাহমুদ বলেন, "যতদূর আমরা জানি শুধু এই গ্রহে জীবনের উৎস রয়েছে।„ আন্টালিয়া কূটনীতি ফোরামের আলোচনায় অংশ নেন মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং ভিয়েতনামের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপমন্ত্রী। তারা, বিল্ডিং এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল আর্কিটেকচার: দ্য চ্যালেঞ্জ অফ আনম্যাচিং ইন্টারেস্টস, এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ উল্লেখ করেন যে অনেক ছোট ও দ্বীপ রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশও জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশে পরিণত হয়েছে। "গত তিন দশক ধরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে;„ আলাচনায় উল্লেখ করেন হাছান মাহমুদ। প্রতিনিয়ত জলবায়ু অভিবাসনের বিরূপ প্রভাব রয়েছে বাংলাদেশে; জানান হাছান মাহমুদ।বলেন, "সমস্যাটি এখন একটি বাস্তবতা, বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য এটি কঠিন বাস্তবাতা।„ "অবিলম্বে বিশ্ব সম্প্রদায়ের জলবায়ু অভিবাসী ও শরণার্থী,র সংজ্ঞা পরিবর্তন করা প্রয়োজন;„ তিনি যোগ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ উল্লেখ করেন, যদিও অনেক দেশ ও অনেক পরিবেশ বিজ্ঞানী বহু বছর ধরে বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন, তবুও অনেক বিশ্ব নেতা এটা উপলব্ধি করেন না। সাম্প্রতিক কালে এই সমস্যা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রধান অবদানকারী ধনী দেশগুলো এই সমস্যা মোকাবেলা করতে এবং আমাদের পরিবেশ রক্ষার জন্য খুব কম এগিয়ে এসেছে। এটি স্থানীয় সমস্যা হলেও, এর প্রভাব বিশ্বব্যাপী;„ বলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এই রূঢ় বাস্তবতার অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ বাংলাদেশে। এ কারণে, সকল এক্টিভিস্ট ও বিশ্ব নেতার প্রতি জলবায়ু অভিবাসী ও উদ্বাস্তুদের সংজ্ঞা পরিবর্তনের গুরুত্ব মেনে নেয়ার আহবান জানানো হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ জানান যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষায়, জলবায়ু অভিবাসী ও শরণার্থী,র গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রণয়নের আহবান জানিয়েছে বাংলাদেশ।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ এলিনা)

যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম সশস্ত্র বাহিনী গড়তে চায় সরকার : শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন যে তার সরকার আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্পন্ন সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছে। শনিবার (৩ মার্চ) রাজশাহী সেনানিবাসে, বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট-এর (বিআইআর) তৃতীয় পুনর্মিলনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান। "দেশের যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে চায় সরকার। আর, সে লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি;„ বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি উল্লেখ করেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য প্রয়োজনে জনগণের পাশে থেকে কাজ করছে সশস্ত্র বাহিনী, এছাড়া তারা অবকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। "এভাবেই সশস্ত্র বাহিনী দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে;„ শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, দেশ গড়তে এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা এবং আমি বিশ্বাস করি, আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো।„ সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে আমরা 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' প্রণয়ন করেছি এবং সশস্ত্র বাহিনী ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে।„ শেখ হাসিনা আরো

উল্লেখ করেন, ২০০৯ সালে তিনি বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট-কে রেজিমেন্টাল কালার প্রদান করেন এবং ২০১১ সালে তিনি মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পতাকা প্রদান করেন। তিনি আরো জানান, বর্তমানে রেজিমেন্টে দুটি প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন-সহ মোট ৪৬ টি ইউনিট রয়েছে। এই ইউনিটের সদস্যরা দেশ ও দেশের বাইরে দক্ষতা, সুনাম ও দেশপ্রেমের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "এই কষ্টার্জিত সুনাম বজায় রাখতে আপনারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন এটাই আমার প্রত্যাশা।„ এর আগে, সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গার্ড অফ অনার প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী সালাম গ্রহণ করেন এবং একটি খোলা জিপে চড়ে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ এলিনা)

ঢাকার বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডে অবস্থিত বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডে ৪৬ জনের প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার (১ মার্চ) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা এক চিঠিতে শোক প্রকাশ করেন নরেন্দ্র মোদী। চিঠিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গ্রিন কোজি কটেজ শপিং মলে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানিতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। নরেন্দ্র মোদী বলেন, "এই দুঃসময়ে ভারত বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। একইসঙ্গে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতীম জনগণের জন্য আমাদের শুভকামনা থাকলো।„
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

ভারত থেকে ৫০ হাজার টন পেঁয়াজ আসা শুরু হবে চলতি সপ্তাহে : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশে ভরা মৌসুমে পেঁয়াজের উচ্চ মূল্য কমাতে চলতি সপ্তাহে ভারত থেকে ৫০ হাজার টন পেঁয়াজ আসা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি দাবি করেন, রমজানের আগে যেন ভোক্তাদের বেশি দামে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে না হয় তারা সেই ব্যবসহা নিচ্ছেন। এ সম্পর্কে আরো জানিয়েছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা :

চলতি সপ্তাহে ভারত থেকে ৫০ হাজার টন পেঁয়াজ আসা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। শনিবার ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রাসরুট উইম্যান অন্ট্রাপ্রেনারস বাংলাদেশ (এজিউব্লিউইবি) আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান। আবুধাবিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ১৩তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গয়ালের সঙ্গে বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডব্লিউটিওতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটা মিটিং ছিল। সেখানে উনি চিঠি ইস্যু করার নির্দেশ দিয়েছেন। চিঠি ইস্যু হয়ে গেছে। আমাদের হাতে চিঠির কপিও এসে গেছে। কাল আমরা চিঠি পেয়েছি বলে জানান প্রতিমন্ত্রী। আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, এ সপ্তাহ থেকে ৫০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ ভারত থেকে আসা শুরু হবে। আমাদের লক্ষ্য হলো রমজানের আগে যেন ভোক্তাদের বেশি দামে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে না হয়। গত ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারির দিল্লি সফর করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ওই সফরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে ভারত থেকে রমজানের আগে ৫০ হাজার টন পেঁয়াজ এবং এক লাখ টন চিনি আমদানির বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি (স্বকণ্ঠে) : আপনি যদি ১ তারিখে কাঁচা বাজারে চলে যান তাহলে তো একটু সময় লাগবেই। সুতরাং আমরা যেটা বলেছি সেটা হল ১ তারিখ থেকে মিলগেটে এমআরপি ওয়ান সিক্সটি থ্রি ধরে বাজারে পাঠাবে এবং দু-একদিনের মধ্যেই জিনিসটি রেশনালাইজ হয়ে যাবে। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০২.০৩.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

রমজানকে সামনে রেখে আবারও বেড়েছে নিত্যপণ্যের দাম

বাংলাদেশের বাজারে নিত্যপণ্যের দাম আবারো বেড়েছে। সরকার নির্ধারিত মূল্যে মিলছে না সয়াবিন তেল। এছাড়া আসন্ন রমজানকে সামনে রেখে বাজারে অস্বস্তি বাড়ছে এখন থেকেই। বছরজুড়ে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে হাহাকার লেগে থাকে এমনিতেই। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি পোহাতে হয় নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের। অবস্থার আরো বেগতিক হয় রমজান মাস এলে। রোজার দিনগুলোতেও বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম থাকে লাগামহীন। অথচ প্রতিবারই রমজানে এলেই সরকারের সংশ্লিষ্টরা সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেন পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে কঠোরভাবে বাজার পর্যবেক্ষণ করা হবে। বলা হয়, দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা হবে। কিন্তু বাস্তবতা ঠিক তার উল্টো। জনৈক ব্যক্তি (এক) (স্বকণ্ঠে) : তেলের দাম কমার কথা ছিল, বর্তমানে তেলের দাম কমছে। ৭৮০ টাকা দিয়ে আমরা তেল নামাইছি আজকে। ৮৯০ টাকা বিক্রি করছি। জনৈক ব্যক্তি (দুই) (স্বকণ্ঠে) : সরকার ঘোষণা দিছে লিটার প্রতি ১০ টাকা কমবে কিন্তু এক পয়সাও কমে নাই। রমজানকে সামনে রেখে এরই মধ্যে বাজারে অসস্তি বাড়ছে। উদ্বেগ বাড়ছে নিম্ন আয়ের মানুষের। নিত্যপণ্যের বাড়তি দামে নাভিঃশ্বাস উঠছে নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোক্তাদের। এ দোকান, ও

দোকান ঘুরেও সাধ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারছেন না অনেকেই। প্রতিদিনের ডাল-ভাতের হিসেব মেলাতে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। জনৈক ব্যক্তি (এক) (স্বকণ্ঠে) : গত সপ্তাহের চেয়ে এ সপ্তাহের প্রতি কেজিতে ১০ টাকা করে বাড়ছে যেমন- গত সপ্তাহে আমরা মুরগি বিক্রি করছি ১৯০ টাকা থেকে ২০০ টাকায়। এ সপ্তাহে বিক্রি করি ২০০/২১০ টাকায়। জনৈক ব্যক্তি (দুই) (স্বকণ্ঠে) : কম দামের কারণে হয়তো কিছুটা বাড়ছে। প্রতি কেজিতে পাঁচ/দশ টাকা বাড়ছে। জনৈক ব্যক্তি (তিন) (স্বকণ্ঠে) : বোয়াল মাছ ৫০০ টাকা ৬০০ টাকা। পাঙ্গাস মাছ ৪০০ টাকা ৫০০ টাকা। আইড় মাছ ১,৯০০ টাকা। জনৈক ব্যক্তি (চার) (স্বকণ্ঠে) : মাছের দাম অনেক বেড়ে গেল হঠাৎ করে। এটা তো আসলে আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক কষ্টকর। অনেকে অতি প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে চুপচাপ বাজার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়েছে ছোলা, এংকর ডাল, বেসন ও ট্যাংয়ের দাম। আর আগে থেকে বাড়তি চিনি,তেল আটা,ময়দার দাম এখনো কমেনি। অবশ্য এর পেছনে এল সি ও ডলার সংকটকে দায়ী করছেন ব্যবসায়ীরা। বললেন, চাকতাই খাতুনগঞ্জ ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহিউদ্দিন তার ভিন্ন প্রতিক্রিয়া (স্বকণ্ঠে) : এই যে সামনের ব্যাংকে দিচ্ছে ১২২/১২৩ টাকা করে। ডলারের দামের যে একটা তারতম্য ওটার কারণেই এটা হইছে। ডলারের দাম যদি কালকেই কমে যায় এখানে দেখা যাবে সবকিছুর দাম অটোমেটিকভাবে কমে যাচ্ছে। এদিকে ১ মার্চ থেকে সয়াবিন তেলের দাম লিটারে ১০ টাকা কমিয়ে ১৬৩ টাকায় বিক্রির সরকারি সিদ্ধান্ত বাজারে এখনও কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ ক্রেতাদের।

(রে. তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০২.০৩.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

পরমাণু ওয়ারহেড বহনে সক্ষম ইয়ারস আইসিবিএম পরীক্ষা করেছে রাশিয়া

রাশিয়ার ভাষ্যানুযায়ী, তারা সফলভাবে পরমাণু ওয়ারহেড বহনে সক্ষম ইয়ারস আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বা আইসিবিএম'এর পরীক্ষা চালিয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত ঘোষণা অনুযায়ী, উত্তর রাশিয়ার একটি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে পরীক্ষামূলক নিক্ষেপণটি করা হয়। উল্লেখ্য, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র 'ইয়ারস' একাধিক পরমাণু ওয়ারহেড বহন করতে সক্ষম বলে জানা গেছে। মন্ত্রণালয় এই পরীক্ষামূলক নিক্ষেপণের ভিডিওচিত্র প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয় যে, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সফলভাবে কামচাটকা উপদ্বীপে তার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে। ইয়ারস ১০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম। রাশিয়ার পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রে এটিই প্রধান আইসিবিএম ক্ষেপণাস্ত্র। রাশিয়ার ভাষ্যানুযায়ী, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো বাস্তবে ব্যবহারের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তার বার্ষিক রাষ্ট্রীয় ভাষণে বলেন যে, রাশিয়ার কৌশলগত পরমাণু বাহিনী "পূর্ণ সতর্কাবস্থায় রয়েছে এবং এগুলো ব্যবহারের সক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়েছে।" যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভাষ্যানুযায়ী, পুতিন এবং রুশ কর্মকর্তারা "পশ্চিমা দেশগুলোর নাগরিকদের মধ্যে ভয় জাগিয়ে তুলতে এবং ইউক্রেনের প্রতি পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থন দুর্বল করার জন্য প্রায়শই পারমাণবিক হুমকি দিয়ে থাকেন।" তবে গবেষণা সংস্থাটি এও জানায় যে, "ইউক্রেন এবং এর বাইরে অন্য কোথাও রুশ পরমাণু শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা যে একেবারে কম" এমন মূল্যায়ন তারা অব্যাহত রেখেছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

ঢাকার ৫৫ ভাগ ভবন আগুনের ঝুঁকিতে

২০২২ সালে ফায়ার সার্ভিস ঢাকার এক হাজার ১৬২টি ভবন পরিদর্শন করে। এরমধ্যে ৬৩৫টি ভবনকে আগুনের ঝুঁকিতে থাকা চিহ্নিত করে নোটিশ দেয়। তারমধ্যে আবার ১৩৬টি আবার অতি ঝুঁকিপূর্ণ। মোট ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ৬৩৪টি। শতকরা হিসাবে ৫৪.৬৭ ভাগ। ফায়ার সার্ভিসের একজন কর্মকর্তা জানান, "আমরা আমাদের জনবল অনুযায়ী প্রতিবছরই ভবন পরিদর্শন করি। আর আমাদের অভিজ্ঞতা হলো ঢাকার ভবনগুলোর ৫৫ ভাগেরও বেশি আগুনের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। আর তার মধ্যে সরকারি ভবনও আছে।„ পরিদর্শন করা ওই এক হাজার ১৬২টি ভবনের মধ্যে সরকারি ভবন ৪৯৭টি আর বেসরকারি ৬৬৫টি। সেই হিসাব আলাদা থাকলেও ফায়ার সার্ভিসের প্রতিবেদনে ঝঁকিপূর্ণ ভবন সরকারি ও বেসরকারি আলাদা করা হয়নি। ফায়ার সার্ভিস থেকে জানা যায়, আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন ছাড়াও এই ঝঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকায় সরকারি ও বেসরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যাংক মার্কেট সবই আছে। ২০২২ সালে সারাদেশে মোট পাঁচ হাজার ৮৬৮টি ভবন পরিদর্শন করে ফায়ার সার্ভিস। তার মধ্যে দুই হাজার ২২৩টি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে। সেই বিবেচনায় সারাদেশে ৩৮ ভাগ ভবন আগুনের ঝুঁকিতে আছে। ২০২৩ সালেও দুই হাজারের মত ভবন ঢাকায় পরিদর্শন করেছে ফায়ার সার্ভিস। সেখানেও অর্ধেকের বেশি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করার কথা জানান ফয়ার সার্ভিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। কিন্তু এখনো পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তারা প্রকাশ করেনি।

পরিদর্শনের সময় ভবনের মাটির নিচের জলাধারের ধারণক্ষমতা, অবস্থানকারীর সংখ্যা, প্রবেশদ্বারের প্রশস্ততা, ধোঁয়া ও তাপ শনাক্তকরণ যন্ত্রের উপস্থিতি, মেঝের আয়তন, জরুরি নির্গমন সিঁড়ি, লিফট, ফায়ার ফাইটিং ব্যবস্থা ইত্যাদি খতিয়ে দেখে ভবনগুলোকে `ঝুঁকিপূর্ণ ও `অতিঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত করে ফায়ার সার্ভিস। ২০১৯ সালে ফায়ার সার্ভিস ঢাকায় একটি সার্ভে করে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক। তাতে দেখা যায় ঢাকার তিন হাজার ৭৭২টি প্রতিষ্ঠান আগুনের ঝুঁকিতে আছে। তার মধ্যে এক হাজার ৩০০ শপিংমল, মার্কেট ও বিপনিবিতান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬১টি, ব্যাংক ৬৪, হাসপাতাল ৪২২, আবাসিক হোটেল ৩১৮ এবং ২৪টি মিডিয়া ভবন আগুনের ঝুঁকিতে আছে। ফায়ার সার্ভিসের হিসাবে ২০২৩ সালে সারা দেশে মোট ২৭ হাজার ৬২৪টি আগুনের ঘটনা ঘটেছে। গড়ে প্রতিদিন ৭৭টি। এইসব আগুনের ঘটনায় সারা দেশে মোট ২৮১ জন আহত এবং ১০২ জন নিহত হয়েছেন। এইসব ঘটনায় ৭৯২ কোটি ৩৬ লাখ ৮২ হাজার ১৪ টাকা মূল্যের সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস তার প্রতিবেদনগুলোতে ওই সব অনিয়ম এবং ঝুঁকির ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিয়েছে তার উল্লেখ করেনি। বাস্তবে তারা কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেয়না। যেমন বেইলি রোডের "গ্রিন কোজি কটেজের„ ব্যাপারে তারা তিন বার নোটিশ দিলেও আর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক(অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল মো. তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, "আমরা নোটিশের পর মামলা ও মেবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে পারি। তবে মামলা করে তেমন ফল হয়না। ২০১৪ সালের ফায়ার বিধিমালা স্থগিত থাকার ফলে মামলা কাজে আসে না। আর আমাদের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট না থাকায় মেবাইল কোর্ট পারিচালনাও কঠিন।„ আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমরা কোনো ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সিল গালা করতে পারিনা। আইনে আমাদের সেই ক্ষমতা নাই। বার বার নোটিশ দেয়ার পরও যখন ভবন মালিক আমলে না নেয় তখন আমরা ভবনটি অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ বলে নোটিশ টানিয়ে দিই। কিন্তু আমরা চলে আসার পর তা তারা ছিড়ে ফেলেন।„ ফায়ার সার্ভিসের সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আলি আহমদ খান বলেন, "নোটিশ দেয়া প্রাথমিক পদক্ষেপ। শুধু নোটিশ দিয়ে তো হবেনা। এরপর মামলা দায়ের ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। জরিমানা এবং অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যায়। ভবন মালিকদের নোটিশ দিলে তাদের কেউ কেউ ভবনের নিরাপত্তা বাড়ান। তবে অধিকাংশই এটা আমলে নেন না। কারণ তারা জানেন এরপর কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবেনা। তারা এটা নানাভাবে এড়াতে পারেন,„ বলেন ফায়ার সার্ভিসের সাবেক এই মহাপরিচালক। স্থপতি ও নগরবিদ ইকবাল হাবিব বলেন, "ভবনের নানা ধরনের অনুমোদন এবং নিরাপত্তার বিষয় দেখার জন্য সরকারের ছয়টি মন্ত্রণালয় আছে। তারা কেউই দায়িত্ব পালন না করে চাঁদাবাজি করে। তারা বিভিন্ন ধরনের অনুমোদনের নামে ব্যবসা করে।„ তিনি বলেন, "ঢাকার ভবনগুলোর মধ্যে ৮৮ ভাগ ভবন অবৈধ। আর বাকি ১২ ভাগ কোনো না কোনো ভাবে ব্যত্যয় করেছে। এটা ড্যাপের সমীক্ষা রিপোর্ট। রাজউক এলাকায় মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার ভবনের অকুপেন্সি সার্টিফিকেট আছে। তাহলে পরিস্থিতি বুঝুন।„ এই দুইজন মনে করেন, "ভবনের অনুমোদনসহ নানা বিষয় একটি ছাতার নিচে আনা দরকার। আর আইনেরও সমন্বয় দরকার। কারণ রাজউকের আইনে ১০ তলার পর বহুতল আর ফায়ার সার্ভিসের আইনে ছয় তলার পর বহুতল-এই দুই রকম তো হতে পারে না।„ বেইলি রোডের "গ্রিন কোজি কটেজে„ আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় অবহেলাজনিত হত্যার অপরাধে একটি প্রতিষ্ঠান, তিন ব্যক্তি ও অজ্ঞাতনামা কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন রমনা থানার সাব ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম। মামলার আসামি প্রতিষ্ঠানটি হলো "গ্রিন কোজি কটেজের„ স্বত্ত্বাধিকারী আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ। তিন ব্যক্তি হলেন, ওই ভবনের ম্যানেজার মুন্সি হামিদুল আলম বিপুল, চুমুক ফাস্ট ফুডের মালিক আনোয়ারুল হক ও কাচ্চি ভাই এর মালিক মো. সোহেল সিরাজ। পুলিশ এ পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা হলেন, চুমুক ফাস্টফুডের দুই মালিক আনোয়ারুল হক ও শফিকুর রহমান রিমন, কাচ্চি ভাই এর বেইলি রোড শাখার ব্যবস্থাপক জয়নুদ্দিন জিসান ও গ্রিন কোজি কটেজ ভবনের ম্যানেজার মুন্সি হামিদুল আলম বিপুল। তাদের সবাইকে দুই দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে শফিকুর রহমান রিমন ও জয়নুদ্দিন জিসানের নাম এজাহারে নাই। তাদের অজ্ঞাত আসামি হিসেবে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এজাহারে থাকা দুই আসামি এখনো গ্রেপ্তার হয়নি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

অবৈধ ও যন্ত্রপাতিহীন হাসপাতাল বন্ধে অভিযান চলবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

অবৈধ ও যন্ত্রপাতিহীন হাসপাতাল বন্ধে অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন। শনিবার ঢাকায় রেডিসন ব্লু হোটেলে বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিন আয়োজিত ২৩তম ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস ও সায়েন্টিফিক সেমিনার ২০২৪ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা বলেন। অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল বলেন, সরকারির পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালও থাকবে। কিন্তু সেসব হাসপাতালগুলোকে নিয়ম মেনে, যা যা ক্রাইটেরিয়া দরকার সেগুলো মেনে যদি হাসপাতাল চলে কোনো আপত্তি নেই। আমরা একটা সুন্দর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি, যেন সাধারণ মানুষ উন্নত চিকিৎসা সেবা পায়। তিনি বলেন,

যেখানে সেখানে আইসিইউ খোলা যায় না। আইসিইউ খুলতে গেলে হার্টের রোগী রাখতে হলে সাপোর্টিং জিনিস লাগে। আমরা মানুষের জীবন নিয়ে কাজ করি। যে অভিযান চালাচ্ছি তা চলবে, বন্ধ হবে না। প্রয়োজনে আমিও যাব। (রেডিও টুডে :২১৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪। আসাদ)

এনআইডি সংক্রান্ত দুর্নীতিতে কোনো ছাড় দেব না : সিইসি

জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত দুর্নীতিতে আমরা কোনো ছাড় দেব না বলে হুঁশিয়ার উচ্চারণ করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করতে দ্বিধান্বিত হব না। শনিবার জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমন হুঁশিয়ারি দেন সিইসি। সিইসি বলেন, এনআইডির গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। এটা এখন অপরিহার্য। সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে অনেক সময় সংকট দেখা যায়। এটা এখনো যায়নি। তবে আগের চেয়ে এনআইডি এখন অনেকটাই সুষ্ঠু অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। (রেডিও টুডে :২১৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪। আসাদ)

রাজধানীর ভবনগুলোকে অগ্নি দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদ করা যাচ্ছে না : ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক

রাজধানীর ভবনগুলো অগ্নি দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদ হচ্ছে না জানিয়ে ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইনুদ্দিন বলেছেন এ বিষয়ে এমন সব কঠিন চাপের মুখোমুখি হতে হয় যা জনসম্মুখে বলার মতো নয়। শনিবার রাজধানীর মিরপুরে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক সচেতনতা বিষয়ে আয়োজিত মহড়ায় এসব কথা বলেন তিনি। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪। আসাদ)

রাজধানীর বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডে হাতাহতের ঘটনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ

রাজধানীর বেইলি রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার ঢাকায় ভারতের হাইকমিশন এই তথ্য জানিয়েছে। এর আগে গতকাল শুক্রবার শোক জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি পাঠান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। চিঠিতে ২৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার গ্রীন কোচি কটেজ ভবনে অগ্নিকাণ্ডের প্রাণহানির ঘটনায় আন্তরিক শোক প্রকাশ করেছেন নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪। আসাদ)

রাজধানীর নিউমার্কেটে গাউসুল আজম মার্কেটে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে

রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় গাউসুল আজম মার্কেটে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এর আগে শনিবার বিকেল ৫ টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা যায়। এর আগে আজ বিকেল সাড়ে চারটার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস সেখানে ছুটে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। তবে প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের কোনো খবর জানাতে পারেনি সংস্থাটি। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪ আসাদ)

লন্ডনে ব্যবসা ও সম্পদ থাকার কথা স্বীকার করেছেন সাবেক ভূমি প্রতিমন্ত্রী

লন্ডনে ব্যবসা ও সম্পদ থাকার কথা স্বীকার করেছেন সাবেক ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। তবে তিনি দাবি করেছেন বিদেশে সম্পদ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে কোনো টাকা নেননি তিনি। জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে সাইফুজ্জামান চৌধুরী এ কথা বলেন। তিনি বলেন দেশ থেকে আমি কোনো টাকা বিদেশে নেইনি। বিদেশে আমাদের ব্যবসা ছিল প্রায় ৫০ বছরের। এটা আমাদের পারিবারিক ব্যবসা।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪ আসাদ)

চলতি সপ্তাহে ভারত থেকে পেয়াজ আসা শুরু হবে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

চলতি সপ্তাহ থেকে ভারত থেকে পঞ্চাশ হাজার টন পেঁয়াজ আসা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসান ইসলাম টিটু। শনিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এ কথা জানান। আহসানুল ইসলাম টিটু আরো জানান আমাদের লক্ষ্য হলো রমজানের আগে যেন ভোক্তাদের বেশি দামে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে না হয়। এছাড়া তিনি আরো জানান আগামী দু'একদিনের মধ্যে খুচরা বাজারে ভোজ্য তেল প্রতি লিটার ১৬৫ টাকা দরে বিক্রি শুরু হবে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪ আসাদ)

এই সরকারের কাছে সবচাইতে তুচ্ছ জিনিস হচ্ছে মানুষের জীবন : মান্না

নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে মানুষের জীবনের মতো তুচ্ছ আর কিছুই নেই। শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক প্রতিবাদ সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন এই সরকার একটি কাজ করতে পারে জুলুম-নির্যাতন। আর ঠকবাজি করে ভোটকে নিজের পক্ষে দেখাতে। অথচ জিনিসের দাম বাড়ছে। একের পর এক মানুষের জান বেরিয়ে যায়। উনারা কোনো জিনিসের দাম কমাতে পারেন না। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ.০২.০৩.২০২৪ আসাদ)

সারা দেশে ইন্টারনেট সেবা স্বাভাবিক রয়েছে

সাবমেরিন ক্যাবলসে রক্ষণাবেক্ষণের কথা থাকলেও আপাতত ওই কাজ স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস কোম্পানি লিমিটেড বিএসসিসিএল। ফলে শনিবার থেকে ইন্টারনেট সেবা বিঘ্ন হওয়ার যে আশঙ্কা ছিল তা আর নেই। সারা দেশে ইন্টারনেট স্বাভাবিক রয়েছে। এর আগে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছিল কেবল সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শনিবার সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা বিঘ্ন হতে পারে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ.০২.০৩.২০২৪ আসাদ)

দেশের বিরুদ্ধে হুমকি মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী

সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশের বিরুদ্ধে যে কোনো অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের হুমকি মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ ও সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার রাজশাহী সেনানিবাসে তৃতীয় বীর পুনর্মিলনীতে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, জনগণ বারবার আমাদের ভোট দিয়েছে বলেই তাদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। আওয়ামী লীগ সরকার একটি উন্নত পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। সশস্ত্র বাহিনী আধুনিকায়ন ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ডেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় অর্ধশতাধিক প্রাণহানির ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছে

রাজধানীর বেইলি রোডে গ্রিন কোজি কটেজ নামের ভবনে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় অর্ধশত প্রাণহানির ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছে। মামলায় অজ্ঞাতনামাদের আসামি করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে অবহেলাজনিত হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে মামলায় আসামী কারা সেটা এখনো জানায়নি পুলিশ। এখন পর্যন্ত আটক রয়েছেন তিনজন এবং ভবনের মালিক পলাতক রয়েছেন। শনিবার ডিএমপির রমনা জোনের সহকারি কমিশনার মোঃ সালমান ফার্সি মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জতীয় বার্ন ইউনিটে ভর্তি ১১ জনের মধ্যে ৬ জনকে ছাড়পত্র দেয়া হবে

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শেখ হাসিনার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি ১১ জনের মধ্যে ছয় জনকে ছাড়পত্র দেয়া হবে। তবে ভর্তি থাকা অন্য পাঁচজনের কেউই শঙ্কামুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্ত লাল সেন। শনিবার বেলা ১১ টার দিকে বার্ন ইউনিট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ কথা জানান। আগুনের ঘটনায় রাজউক ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে আরো বেশি সজাগ হওয়া উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৪৬ জনের মধ্যে ৪৪ টি লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে

বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত ৪৬ জনের মধ্যে ৪৪টি লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আর দুজনের লাশ ডিএনএ টেস্ট করে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তাদের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। শনিবার দুপুরে ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের অফিসার ইনচার্জ বাচ্চু মিয়া সংবাদ মাধ্যমকে তথ্য নিশ্চিত করেছেন। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সাদা প্যানেল ২১টি ভোট পেয়ে জয় পেয়েছেন

ঢাকা আইনজীবি সমিতির ২০২৪-২৫ কার্যকরী কমিটির নির্বাচনে ২৩টি পদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত সম্মিলিত আইনজীবী পরিষদের সম্মানিত সাদা প্যানেল ২১টি পদে জয় পেয়েছে। আজ শনিবার ঢাকা আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ে নির্বাচনি ফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এডভোকেট মোঃ মোখলেসুর রহমান বাদল। এর আগে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার দুই দিনে ২১ হাজার ২০৮ ভোটের মধ্যে ৯৬৯০ আইনজীবী ভোট প্রদান করেন। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

আজ পর্দা নামছে অমর একুশে বইমেলা

আজই পর্দা নামছে অমর একুশে বইমেলার। যদিও বর্ধিত সময়ের প্রথম দিনে খুব বেশি ভিড় ছিল না। প্রকাশকদের অনুরোধে সময় বাড়ানো হয়েছিল দুইদিন। তবে যে প্রত্যাশা নিয়ে মেলার সময় বাড়ানোর দাবি জানানো ছিল সে অনুযায়ী বই বিক্রি হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রকাশক ও বিক্রয়কর্মীরা। তাদের ভাষ্য বেইলি রোডের মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড প্রাণহানির ঘটনা পাঠকদের আলোড়িত করেছে। এ অবস্থায় মেলা শেষ হওয়ার আগের দিন শুক্রবার হওয়া সত্ত্বেও বেচা-বিক্রি ছিল খুবই কম। আজ শনিবার মেলা শুরু হয়েছে সকাল ১১টায় এবং চলবে রাত নটা পর্যন্ত। বিকেল পাঁচটায় সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেবেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহাম্মদ নুরুল হুদা।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

সাবমেরিন কেবলের রক্ষণাবেক্ষণের কথা থাকলেও আপাতত এই কাজ স্থগিত রেখেছে বিএসসিসিএল

সাবমেরিন কেবলের রক্ষণাবেক্ষণের কথা থাকলেও আপাতত ওই কাজ স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড বিএসসিসিএল। ফলে শনিবার দেশে ইন্টারনেট সেবা বিঘ্নিত হবার যে আশঙ্কা ছিল তা নেই। সারাদেশে ইন্টারনেট আজ স্বাভাবিক থাকবে। এর আগে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছিল কেবল সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা বিঘ্নিত হতে পারে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা ইন্টারনেট সেবা বিঘ্নিত হতে পারে

আজ শনিবার দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা বিঘ্নিত হতে পারে। কক্সবাজারে স্থাপিত প্রথম সাবমেরিন কেবল সিস্টেমের সিঙ্গাপুর প্রান্তে আজ রক্ষণাবেক্ষণ চলবে। এ কারণে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা ইন্টারনেট সেবা বিঘ্নিত হতে পারে। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবলস কোম্পানি লিমিটেড বিএসসিসিএল এর পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গত বুধবার এই তথ্য জানানো হয়েছে।
(রেডিও টুডে: ৮৪৫ ঘ. ০২.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

বসন্তের প্রকৃতি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হচ্ছে, বাড়ছে দিনের তাপমাত্রা ও বৃষ্টির প্রবণতা

বসন্তের প্রকৃতি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হচ্ছে, বাড়ছে দিনের তাপমাত্রা। এছাড়া বাড়ছে বৃষ্টির প্রবণতাও। এ অবস্থায় পাঁচ দিনের বর্ধিত আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টি হওয়ার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। শুক্রবার রাতে দেয়া আবহাওয়া বার্তায় এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ-সহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। শনিবার রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।
(রেডিও টুডে: ৮৪৫ ঘ.০২.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনীকে সক্ষম করে তোলা হচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার সরকার যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক, সময়োপযোগী ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যেন তারা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম হয়। শনিবার (২রা মার্চ) সকালে রাজশাহী সেনানিবাসে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রেজিমেন্ট, `বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট, তথা `বীর,র তৃতীয় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। সরকারপ্রধান বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর সেনাবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদাতিক ডিভিশন, ব্রিগেড, ইউনিট ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার পদক্ষেপ আমরা হাতে নিয়েছি। কাজেই আমরা চাই আমাদের এ সশস্ত্র বাহিনী দেশের যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপযুক্তভাবে গড়ে উঠবে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে যে-কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভাবে সরকার কাজ করছে এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনীও সেভাবেই মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছেন। `কাজেই এভাবেই আমরা সবাই এক হয়ে দেশকে গড়ে তুলে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, এটাই আমাদের লক্ষ্য। এরই মধ্যে আমরা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি নিচ্ছি। তাছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন করে দেশকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ায় আজকের বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের রোল মডেল বলে পরিগণিত হয়েছে। আজকের বাংলাদেশকে এখন আর কেউ অবহেলা করতে পারে না। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আমরা সেভাবেই সামনের দিকে দেশকে এগিয়ে যাব,, বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি আধুনিক, পেশাদার ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করেন। তার নির্দেশেই ১৯৭২ সালে কুমিল্লায় গড়ে তোলা হয় বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি। এছাড়া তিনি কম্বাইন্ড আর্মস স্কুল ও প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং সেন্টার-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী প্রতিরক্ষা নীতির আলোকেই আমরা `প্রতিরক্ষা নীতি ২০১৮, ও `ফোর্সেস গোল ২০৩০, প্রণয়ন করেছি এবং ধারাবাহিকভাবে সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন করা হচ্ছে। সরকারপ্রধান বলেন, `দুর্জয়, দুরন্ত, নির্ভীক,- এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সঙ্গে রয়েছে আমার গভীর বন্ধন। কারণ, জাতির যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, বাংলাদেশের নামে একটি রেজিমেন্ট হবে। ২০০১ সালেই সেই রেজিমেন্ট আমরা প্রতিষ্ঠা করি। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর এই রেজিমেন্টকে `রেজিমেন্টাল কালার, প্রদান করি এবং ২০১১ সালে আমিই এই রেজিমেন্টকে মর্যাদাপূর্ণ `জাতীয় পতাকা, প্রদান করি। বর্তমানে এই রেজিমেন্টে দুটি প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়নসহ মোট ৪৬টি ইউনিট রয়েছে। এই

ইউনিটের সদস্যরা দেশ ও দেশের বাইরে দক্ষতা, সুনাম ও দেশপ্রেমের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে উল্লেখ করে সরকারপ্রধান আশাবাদ ব্যক্ত করেন, তারা এই যে কাজের মধ্য দিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন তা অব্যাহত রেখে এগিয়ে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এখন শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও অবদান রেখে যাচ্ছেন এবং দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনছেন। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই তারা মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করছেন। কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশও এর ক্ষতির সম্মুখীন। সে কারণেই আমরা এরই মধ্যে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছি প্রতি ইঞ্চি অনাবাদি জমিকে চাষের আওতায় আনার মাধ্যমে সার্বিক উৎপাদন বাড়িয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। শেখ হাসিনা দেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, তারা বারবার আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন বলেই দেশকে আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ, সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে। প্রতিটি পরিবারই সুন্দরভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে। তার সরকারের ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, রাস্তা-ঘাট, সেতু, ব্রিজ আমরা করে দিচ্ছি। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি। দেশের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেই ২০৪১ সাল নাগাদ `স্মার্ট বাংলাদেশ, আমরা গড়ে তুলব। বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের তৃতীয় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত যেসব সেনা সদস্য `হোম অব বীর, বা নিজেদের বাড়িতে আজ এই মিলনমেলায় যোগ দিয়েছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন, চাকরিলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বর্তমান চাকরিরতদের সঙ্গে তারা ভাগাভাগি করে নেবেন। এদিন প্রধানমন্ত্রী খোলা জিপে চড়ে রেজিমেন্টের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং রাষ্ট্রীয় সালাম গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের শহিদদের স্মরণে নির্মিত `বীরগৌরব, স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। শেখ হাসিনা রেজিমেন্ট সদস্যদের পরিবেশিত `মাসকেট্রি ড্রিল,সহ অন্যান্য ড্রিল উপভোগ করেন এবং রেজিমেন্টের দরবারেও যোগ দেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ এবং বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ড্যান্ট এবং পাপা বীর মেজর জেনারেল খন্দকার মোহাম্মদ শাহেদুল এমরান তাকে স্বাগত জানান। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

বিদেশে সম্পদ আছে তবে দেশ থেকে টাকা নেননি

লন্ডনে ব্যবসা ও সম্পদ থাকার কথা স্বীকার করেছেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। তবে তিনি দাবি করেছেন, বিদেশের সম্পদ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে কোনো টাকা নেননি। এসব সম্পদ পৈতৃকভাবে পেয়েছেন, যা পরে তিনি সম্প্রসারণ করেছেন। শনিবার (২ মার্চ) জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে সাইফুজ্জামান চৌধুরী এসব তথ্য জানান। সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান চৌধুরী জানান, তার বাবা ১৯৬৭ সাল থেকে লন্ডনে ব্যবসা করেছেন। তিনি নিজে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করে ১৯৯১ সাল থেকে সেখানে ব্যবসা করেছেন। এরপর তিনি লন্ডনে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছেন। গত করোনার সময় তিনি কম দামে অনেক জমি কিনেছেন, যা করোনা পরবর্তী সময়ে প্রচুর দামে বিক্রি হয়েছে। তিনি জানান, করোনা মহামারি তার জন্য সুযোগ হয়ে আসে। সেসময় লন্ডনে বাড়ির দাম পড়ে যায়। ব্যাংক ঋণের সুদ কমে যায়। সেসময় তিনি ঝুঁকি নিয়ে লাভবান হয়েছেন। মন্ত্রী থাকা অবস্থায় তার মন্ত্রণালয়ে এক টাকার দুর্নীতিও হয়নি বলে দাবি করেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এ বিষয়ে প্রয়োজনে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দল গঠনের কথা বলেন তিনি। কোনো দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারলে সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করার ঘোষণা করবেন বলেও জানান তিনি। নিজেকে আগে ব্যবসায়ী পরে রাজনীতিক বলে উল্লেখ করেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। তিনি জানান, নিজের নামে সম্পদ করেছেন জেনে-বুঝে। কারণ, তার সন্তানদের তখন মালিক হওয়ার মতো বয়স ছিল না। তার বিদেশের সম্পদের পরম্পরা (ট্রেইল আছে) আছে। সুতরাং, নিজের নামে সম্পদ করেছেন জেনেই। নির্বাচনি হলফনামায় কেন এত সম্পদের উল্লেখ করেননি এমন প্রশ্নে সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, `হলফনামায় বিদেশে থাকা সম্পদের কোনো কলাম নেই। তাই বিদেশে থাকা সম্পদের বিবরণ দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ থেকে কোনো টাকা আমি বিদেশে নেইনি। বিদেশে আমার বাবার ব্যবসা ছিল, প্রায় ৫০ বছরের...এটা আমাদের পারিবারিক ব্যবসা।, সাইফুজ্জামান চৌধুরী এ সময় উল্লেখ করেন, মন্ত্রী হিসেবে তিনি বাড়ি, গাড়ি কিছুই ব্যবহার করেননি। এমনকি ভাতাও নিজে খরচ না করে দান করেছেন। তিনি দেশকে দিতে এসেছেন, নিতে আসেননি। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি ব্লুমবার্গে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের ৩৫০টিরও বেশি সম্পত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যে রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এর আগে আরও অনেক গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এছাড়া গত ২৬ ডিসেম্বর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এক মন্ত্রীর বিদেশে ২ হাজার ৩১২ কোটি টাকার ব্যবসা রয়েছে। তবে তিনি নির্বাচনি হলফনামায় এ তথ্য দেননি। ওই সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি ওই মন্ত্রীর নাম প্রকাশ করেনি। এরপরেই দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন হয়, নাম প্রকাশ না করা সেই মন্ত্রী হচ্ছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় শোক জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে মোদীর চিঠি

রাজধানীর বেইলি রোডে গ্রিন কোজি কটেজ ভবনে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার (২রা মার্চ) ঢাকায় ভারতের হাইকমিশন এ তথ্য জানিয়েছে। এর আগে গতকাল শুক্রবার শোক জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি পাঠান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। চিঠিতে ২৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার গ্রিন কোজি কটেজ ভবনে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় আন্তরিক শোক প্রকাশ করেছেন নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি। নরেন্দ্র মোদী বলেন, এই দুঃসময়ে বাংলাদেশের পাশে রয়েছে ভারত। একই সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা ও প্রার্থনা বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে থাকবে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

নিহত নারী সাংবাদিকের ডিএনএ টেস্ট ছাড়া মরদেহ হস্তান্তর নয়

রাজধানীর বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডে নিহত সাংবাদিক অভিশ্রুতি শাস্ত্রী ওরফে বৃষ্টি খাতুনের পরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এর ফলে মরদেহ হস্তান্তর নিয়ে দেখা দিয়েছে জটিলতা। এ অবস্থায় এখনো মর্গেই পড়ে আছে তার মরদেহ। পুলিশ বলছে, অভিশ্রুতি শাস্ত্রী ওরফে বৃষ্টির মরদেহ হস্তান্তর নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এ কারণে তার মা-বাবা দাবি করা ব্যক্তির কাছে মরদেহ হস্তান্তর করেনি কর্তৃপক্ষ। তবে ওই নারীর মরদেহ নিতে কুষ্টিয়ার খোকসা থেকে বাবা ও মা দাবি করা সবুজ শেখ ও বিউটি বেগম ছাড়া অন্য কেউ আসেননি। এরই মধ্যে অভিশ্রুতি শাস্ত্রীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট পরীক্ষা করা হয়। ফিঙ্গারপ্রিন্ট পরীক্ষায় দেখা যায় এনআইডিতে তার নাম বৃষ্টি খাতুন হিসেবে নিবন্ধিত। বাবার নাম সবুজ শেখ, মায়ের নাম বিউটি বেগম। বাড়ি কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার বনগ্রাম গ্রামে। অভিশ্রুতির বাবা দাবি করা সবুজ শেখ জাগো নিউজকে বলেন, ডিএনএ টেস্টের জন্য কাগজপত্র তৈরি করেছে। কিছুক্ষণ পর ডিএনএ নেবে। এরপর হয়তো মেয়ের মরদেহ আমাদের কাছে বুঝিয়ে দেবে। জানতে চাইলে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উৎপল বড়ুয়া জাগো নিউজকে জানান, অভিশ্রুতি শাস্ত্রী ওরফে বৃষ্টির মরদেহ হস্তান্তর নিয়ে জটিলতা দেখা দেওয়ায় ডিএনএ টেস্ট করা হবে। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর বেইলি রোডের একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডে ৪৬ জন নিহত হন। এর মধ্যে এক নারী সাংবাদিক রয়েছেন। ওই সাংবাদিককে অভিশ্রুতি শাস্ত্রী নামে চিনতেন তার সহকর্মীরা, ফেসবুকেও তার ওই নাম পাওয়া যায়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

বেইলি রোডে আহতদের ৬ জন আজই ছাড় পাবেন বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে

রাজধানীর বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় আহত ১১ জন শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাদের মধ্যে ছয়জনকে শনিবার (২ মার্চ) হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেওয়া হবে। ঢাকায় রেডিসন ব্লু হোটলে সায়েন্টিফিক সেমিনারের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। তিনি বলেন, ১৭ সদস্যবিশিষ্ট মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন ১১ রোগীর মধ্যে ছয়জনকে রিলিজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর বাকি পাঁচজন শঙ্কামুক্ত না হওয়ায় তারা চিকিৎসাধীন থাকবেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অগ্নিকাণ্ডে রোধে সংশ্লিষ্ট সব সরকারি সংস্থাকে সজাগ হতে হবে। সামান্য একটা ভুলের জন্য ৪৫টা প্রাণ চলে গেল। এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু হতে পারে না। আমি আশা করি এর বিরুদ্ধে অভিযান চলা উচিত ও চলবে। সেমিনারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আমি মনে করি বাংলাদেশের চিকিৎসকদের মান পৃথিবীর অন্য কোনো অংশের চিকিৎসকদের চেয়ে কম নয়। বাংলাদেশের চিকিৎসকদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সবই আছে। শুধু একটু সুযোগ দিতে হবে। সুযোগ দিলে এ দেশের চিকিৎসকরা অনেক দূর এগিয়ে যাবেন। সেই সুযোগ দেওয়ার জন্যই আমি দায়িত্বটা পেয়েছি এবং এ দায়িত্ব আমার। বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিনের সভাপতি প্রফেসর ডা. টিটু মিয়ার সভাপতিত্বে সেমিনার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. এবিএম খুরশীদ আলমসহ দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

`কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড বিবেচনা করা দরকার,

বেইলি রোডের অগ্নিকাণ্ডকে `কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড, বিবেচনা করা দরকার বলে মনে করেন নগর পরিকল্পনাবিদদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সভাপতি আদিল মুহাম্মদ খান। শবিবার (২ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে বিআইপির সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন তিনি। `বেইলি রোডের অগ্নিকাণ্ড এবং ভবনে জীবনের নিরাপত্তাঃ বিআইপির পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবনা, শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিআইপি। সংবাদ সম্মেলনে আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন শহরের বাসযোগ্যতার সূচকে ঢাকার নিচের সারিতে অবস্থানের বিষয়টি বহুল আলোচিত। কিন্তু ঢাকায় যে পরিমাণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ মানুষকে বসবাস করতে হয়, বিশ্বের আর কোনো শহরে জীবনের এমন ঝুঁকি আছে কি না সেটা বিবেচনার দাবি রাখে। তিনি বলেন, নিমতলী, চুড়িহাট্টা, বনানী এফআর টাওয়ার, মগবাজার, বঙ্গবাজারের অগ্নিকাণ্ডের পর বেইলি রোডের

ঘটনাটি ঢাকায় জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টি আবার সবার সামনে নিয়ে আসলো। অথচ নগর পরিকল্পনা, ভবনের ডিজাইন, নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা, ভবনের ব্যবহার, ভবনের অগ্নি প্রতিরক্ষা, ফায়ার ড্রিল, ভবন মালিকের সচেতনতা ও দায়িত্বশীল আচরণ এবং নগর সংস্থাসমূহের নিয়মিত তদারকি থাকলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। আর তাই এ ধরনের দুর্ঘটনা আসলে গাফিলতিজনিত হত্যাকাণ্ড হিসেবে বিবেচনা না করলে এবং এই বিষয়ে যেসব ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব পালনে গাফিলতি, উদাসীনতা, দায়িত্বহীন ও অন্যায় আচরণ করেছেন তাদের যথাযথ আইনের আওতায় না আনলে পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। আদিল মুহাম্মদ খান আরও বলেন, বেইলি রোডের গ্রিন কজি কটেজ নামের ভবনটি তৈরি করা হয়েছিল অফিস হিসেবে ব্যবহারের জন্য। কিন্তু এর বেশির ভাগই ব্যবহার হয়েছে রেস্তোরাঁ হিসেবে; যা সুস্পষ্টভাবে ইমারত আইন ও নগর পরিকল্পনার ব্যত্যয়। ভবনটিতে আটটি রেস্তোরাঁ, একটি জুস বার (ফলের রস বিক্রির দোকান) ও একটি চা-কফি বিক্রির দোকান ছিল। ছিল মোবাইল ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম এবং পোশাক বিক্রির দোকানও। ভবনটিতে অগ্নিনিরাপত্তার পর্যাপ্ত কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। ভবনের মালিকপক্ষের দায়িত্বহীনতা, ভবনে থাকা রেস্তোরাঁয় গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারে উদাসীনতার কারণেই অগ্নিকাণ্ডে এত প্রাণহানি হয়েছে। অথচ ভবনটিতে রেস্তোরাঁ করার কোনো অনুমতি ছিল না। তিনি বলেন, রাজউক কর্তৃক ভবনটির প্রথম থেকে পঞ্চম তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক (শুধু অফিসকক্ষ হিসেবে) এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম তলা আবাসিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। ভবনটিতে রেস্তোরাঁ, শোরুম (বিক্রয়কেন্দ্র) বা অন্য কিছু করার জন্য অনুমোদন নেওয়া হয়নি। কিন্তু ডেভেলপার কোম্পানি ভবন বুঝিয়ে দেওয়ার পর মালিকরা পুরো ভবনটি বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করছিলেন, যেখানে অনুমোদনহীনভাবে বেশিরভাগই ছিল রেস্টুরেন্ট। মালিকরা বেশি ভাড়ার জন্য এক কাজের জন্য অনুমতি নিয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করছিলেন। ভবন মালিকদের অতি মুনাফা লাভের প্রবৃত্তি এই আগুনের ঘটনায় মানুষের মৃত্যুর অন্যতম কারণ। বেইলি রোডের ভবনটিতে কার্যকর কোনো অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অগ্নিনিরাপত্তা পরিকল্পনা ছিল না জানিয়ে আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, এই দুর্ঘটনার আগে ঝুঁকিপূর্ণ জানিয়ে ভবন কর্তৃপক্ষকে তিনবার চিঠি দিয়েছিল ফায়ার সার্ভিস। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়নি ভবন মালিক ও ভবনের ব্যবহারকারীরা। বিপরীতে বার বার নোটিশ দিয়েই দায় সেরেছে ফায়ার সার্ভিস। আগুন লাগার পর উত্তাপ আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় ভবনটির ওপরের তলাগুলো। চিকিৎসকদের ভাষ্যমতে যারা মারা গেছেন তাদের অনেকে কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিংয়ের শিকার হয়েছে। অর্থাৎ একটি বদ্ধ ঘরে যখন বের হতে পারে না, তখন ধোঁয়াটা শ্বাসনালিতে চলে যায়। ভবনে জানালা না থাকা এবং পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন তথা বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা না থাকায় মানুষের শ্বাসরোধ হয়ে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। ভবনটিতে অগ্নি নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ছিল শুধু একটিমাত্র সিঁড়ি। আর ভবনের একটি ফ্লোর ছাড়া সব ফ্লোরে অপরিকল্পিত উপায়ে এবং বিপজ্জনকভাবে গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ছিল। বেইলি রোডের এই ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটলো, যার অল্প কয়েকদিন আগেই চুড়িহাট্টার ঘটনার বর্ষপূর্তির দিন ছিল জানিয়ে আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, চুড়িহাট্টার অগ্নি বিস্ফোরণ ঘটনার এতটা বছর পরেও কেন পুরান ঢাকা থেকে কেমিক্যাল গুদামগুলো না সরানোর ব্যর্থতাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, মানুষের জীবনের নিরাপত্তার বিষয়গুলোতে যথাযথ গুরুত্ব দেবার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমরা কতটা উদাসীন। অথচ এই সময়ের মধ্যেই ঢাকায় মেট্রোরেল, এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভারসহ কত বড় বড় অবকাঠামোই আমরা নির্মাণ সম্পন্ন করে ফেলেছি, অথচ জীবন বাঁচানোর আয়োজনে যথাযথ ও কার্যকর উদ্যোগ নিতে আমরা সম্মিলিতভাবে ব্যর্থ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

এবার গাউসুল আজম মার্কেটে অগ্নিকাণ্ড

রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকার গাউসুল আজম মার্কেটে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট। পরে বিকেল ৪টা ৫৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শনিবার (২ মার্চ) বিকেলে ফায়ার সার্ভিস সদরদপ্তরের ডিউটি অফিসার এরশাদ হোসেন এই তথ্য জানান। এর আগে বিকেল ৪টা ৩৫ মিনিটে আগুনের তথ্য পায় ফায়ার সার্ভিস। এরশাদ হোসেন জানান, নিউমার্কেট গাউসুল আজম মার্কেটের একটি দোকানে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদে ঘটনাস্থলে দুইটি ইউনিট পাঠানো হয়। এরপর তাদের প্রচেষ্টায় ৪টা ৫৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের কোনো খবর জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মিরপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ

`লুটপাট ও চুরির টাকা, উসুল করার জন্যই বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে সরকার জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান। শনিবার সকালে রাজধানীর মিরপুরে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। বিক্ষোভ মিছিলটি মিরপুর-১০ নম্বর গোল চত্বর থেকে শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাজীপাড়া মেট্রোরেল স্টেশনে এসে পথসভার মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি নাজিম উদ্দীন মোল্লা, ফখরুদ্দীন মানিক, ঢাকা মহানগরী উত্তরের

কর্মপরিষদ সদস্য জিয়াউল হাসান, ইয়াছিন আরাফাত, জামাল উদ্দীন, মু. আতাউর রহমান সরকার ও নাসির উদ্দীন, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য সালাহ উদ্দীন ও আসাদুজ্জামান প্রমুখ।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

রোববার খেজুরের মূল্য নির্ধারণ, দাম কমবে আশা বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর

আগামীকাল রোববার খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ে খেজুরের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেন, `বস্তায় আসা জায়েদি খেজুরের দাম আগামীকাল নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আশা করছি এরপর দাম কমে আসবে। এ সপ্তাহ থেকে সর্বোচ্চ খুচরা ও পাইকারি মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হবে, এতে দাম কমে আসবে।, শনিবার (২ মার্চ) বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে `অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রাসরুট উইমেন এন্টারপ্রেনার্স বাংলাদেশ, আয়োজিত এক অনুষ্ঠান শেষে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, `আমরা ব্যবসায়ীদের সমস্যা নিরসন করে দেবো, কিন্তু কোনো অজুহাত শুনব না। যৌক্তিক কারণ ছাড়া রমজানে কোনো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য দেরিতে ছাড়ের সুযোগ নেই। আমাদের টার্গেট শুধু রমজান নয়, রমজান মাসের পরও নিত্যপণ্যের বাজার স্বাভাবিক থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ কোনো ব্যবসায়ী বা গোষ্ঠীর হাতে সাধারণ মানুষ জিম্মি থাকবেনা। এক কোটি মানুষ টিসিবির তেল-চিনিসহ কয়েকটি নিত্যপণ্য ভর্তুকি মূল্যে পাবে।, তিনি বলেন, `আমাদের টার্গেট রমজানে যেন ভোক্তাদের বেশি দামে পণ্য কিনতে না হয়। তেলে ভ্যাট-ট্যাক্স কমানোর চিঠি দিয়েছি যার প্রভাব রমজানে পড়বে। খেজুর প্রায় ১০ ধরনের রয়েছে। ব্যবসায়ীদের একমাস সময় দিয়েছি দাম কমানোর।, শুক্রবার থেকে ভোজ্যতেলের মনিটরিং শুরু হয়েছে জানিয়ে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, `আজ সকাল থেকেও সব মিলগেটে টিমগুলো মনিটরিংয়ে আছে। ট্যারিফ কমানোর পরে কত মাল তারা আমদানি করেছে এবং তাদের বাফারস্টোক তৈরির জন্য যে সময় দেওয়া হয় তা কতটা কাজে লাগিয়েছে সে বিষয়ে এরই মধ্যে তাদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি আগামীকাল থেকে খুচরা পর্যায়ে প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল ১৬৩ টাকায় বিক্রি হবে। প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন তেল বিক্রি হবে ১৪৯ টাকায়।, (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

ডিসি সম্মেলন শুরু রোববার, উঠছে ৩৫৬ প্রস্তাব

চার দিনব্যাপী জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলন শুরু হচ্ছে রোববার (৩ মার্চ)। ডিসি সম্মেলনকে সামনে রেখে এবার ডিসি ও বিভাগীয় কমিশনারদের কাছ থেকে ৩৫৬টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। শনিবার (২ মার্চ) সচিবালয়ে `জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০২৪, নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। এবার ডিসি সম্মেলন শেষ হবে ৬ মার্চ (বুধবার)। রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত বছরের মতো এবার জেলা প্রশাসক সম্মেলনের মূল ভেন্যু রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন। সরকারের নীতি-নির্ধারক ও জেলা প্রশাসকদের মধ্যে সামনাসামনি মতবিনিময় এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য প্রতি বছর ডিসি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন, `এবার সম্মেলনে মোট ৩০টি অধিবেশন হবে। এরমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে কার্য অধিবেশন ২৫টি। এছাড়া একটি উদ্বোধন অনুষ্ঠান, স্পিকারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ নিয়ে একটি ও প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ, নির্দেশনা গ্রহণ এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে দুটি অধিবেশন হবে। কার্য অধিবেশনগুলোতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রী/সিনিয়র সচিব/সচিবরা উপস্থিত থাকবেন।, এবার সম্মেলনে মোট ৫৬টি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অংশ নেবে। অন্য বছর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে একটি সেশন থাকলেও এবার রাষ্ট্রপতি বিদেশে থাকায় সেটি হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। এবার জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারদের কাছ থেকে ৩৫৬টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে জানিয়ে মাহবুব হোসেন বলেন, প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলোতে জনসেবা বাড়ানো, জনদুর্ভোগ কমানো, রাস্তাঘাট ও ব্রিজ নির্মাণ, পর্যটনের বিকাশ, আইন-কানুন বা বিধিমালা সংশোধন, জনস্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হয়েছে। বেশি সংখ্যক প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সংক্রান্ত। এ সংক্রান্ত মোট প্রস্তাব ২২টি। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

কাচ্চি ভাইয়ের ম্যানেজার-চা চুমুকের মালিকসহ চারজন রিমান্ডে

রাজধানীর বেইলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজ নামের ভবনে আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় করা মামলায় কাচ্চি ভাইয়ের ম্যানেজার ও চা চুমুকের দুই মালিক-সহ চারজনের প্রত্যেকের দুদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। রিমান্ডকৃতরা হলেন-কাচ্চি ভাইয়ের ম্যানেজার জিসান, চা চুমুকের মালিক আনোয়ারুল হক ও শাকিল আহমেদ রিমন এবং গ্রিন কোজি কটেজ ভবনের ম্যানেজার হামিমুল হক বিপুল। শনিবার তাদের আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রমনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনছার মিলটন তাদের রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ নুরুল হুদা চৌধুরীর দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর আগে বৃহস্পতিবার (২৯ ফেব্রুয়ারি) রাতে বেইলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজ নামের ভবনটিতে আগুন লাগে। সর্বশেষ খবর এ ঘটনায় ৪৬ জন মারা গেছেন। ১১ জন আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তাদের

অবস্থাও আশঙ্কাজনক। নিহতদের মধ্যে ২০ জন পুরুষ, ১৮ জন নারী ও ৮ জন শিশু। তাদের মধ্যে ৪৩ জনের নাম-পরিচয় শনাক্ত করা গেছে এবং সর্বশেষ খবর অনুযায়ী ৪০ জনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় রমনা থানায় শুক্রবার (১ মার্চ) অবহেলাজনিত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

বেইলি রোডে আগুনে মারা গেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আতাউর

রাজধানীর বেইলি রোডে গ্রিন কোজি কটেজ ভবনে লাগা আগুনের ঘটনায় অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান শামীম (৬৫) নামের সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবীও মারা গেছেন। তিনি-সহ এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত মোট মৃত্যুবরণ করেছেন ৪৬ জন। এদিকে আতাউর রহমান শামীমের মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি সিনিয়র অ্যাডভোকেট মো. মোমতাজ উদ্দিন ফকির, সম্পাদক আব্দুন নুর দুলাল ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এ কে এম আমিন উদ্দিন মানিক। তারা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। শুক্রবার (১ মার্চ) রাত ৯টায় তার নিজ উপজেলার ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নের শ্রীপুরে জানাজা শেষে তার মরদেহ দাফন করা হয়। এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কুলাউড়ার নবীন চন্দ্র সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কুলাউড়ার নবীন চন্দ্র সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাডভোকেট শামীম ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এছাড়া তিনি মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে দুর্ঘটনার কিছু সময় আগে তিনি সহ দুজন একসঙ্গে `কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টে, কফি খেতে যান। ওই রেস্টুরেন্টে অবস্থান নেওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যে রেস্টুরেন্টের নিচের দিকে কালো ধোঁয়াসহ আওয়াজ শুনতে পান। এরপর তারা প্রথমে নিচে নামার চেষ্টা করলেও কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে কিছু না দেখায় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকেন। এসময় ভিড়ের মধ্যে আতাউর রহমান শামীম নিখোঁজ হয়ে গেলেও তার সঙ্গে নূরুল আলম হেলিপ্যাডের মাধ্যমে প্রাণে বেঁচে যান। পরে অ্যাডভোকেট শামীমের মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। আতাউর রহমান শামীমের ভাগিনা তারেক হাসান জানান, গত ১ মাস আগে তার স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে দেশে এসেছেন। রোববার (৩ মার্চ) যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাওয়ার কথা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৩.২০২৪ রিহাব)

BBC

UN SAYS MANY BULLET WOUNDS AMONG GAZA CONVOY INJURED

Many of the people treated for injuries following a rush on an aid convoy in Gaza on Thursday suffered bullet wounds, the UN has said. UN observers visited Gaza City's al-Shifa Hospital and saw some of the roughly 200 people still being treated. Hamas, which governs Gaza, has accused Israel of firing at civilians, but Israel said there was a stampede after its troops fired warning shots. Leaders from around the world have called for a full investigation. The incident unfolded after hundreds of people descended on an aid convoy as it moved along a coastal road, accompanied by the Israeli military, in the early hours of Thursday morning. (BBC Web Page: 02/03/24, FARUK)

BIDEN TREADS CAREFULLY THROUGH MIDDLE EAST MINEFIELD

On Monday afternoon, while snacking on ice cream with a late-night television talk show host, US President Joe Biden hinted that a new ceasefire was within reach in the Gaza War, perhaps as early as this coming Monday. "My national security adviser tells me that we're close," he said. His words, which the White House has since walked back, landed with a thud for many in the American Palestinian community. This has been a week in which Mr Biden has been reminded that the turmoil in the Middle East, and the White House's response to it, could translate into electoral peril. (BBC Web Page: 02/03/24, FARUK)

BIDEN HOPES FOR CEASEFIRE BY RAMADAN IN THE ISRAEL-GAZA WAR

US President Joe Biden has said he hopes to see a deal for a ceasefire in the Israel-Gaza War in time for the start of Ramadan. The Muslim holy month, during which members of the faith fast from dawn to sunset, will begin on 10 or 11 March. Asked whether he expected a deal by then, Mr Biden said: "I'm hoping so. We're still working really hard on it." It comes amid tense ceasefire negotiations and as pressure builds on Mr Biden to help curtail the conflict. (BBC Web Page: 02/03/24, FARUK)

TOP UKRAINIAN GENERAL EYES LEADERSHIP SHAKE-UP

The commander-in-chief of Ukraine's armed forces has signalled he will replace some military leaders on the eastern front. Gen Oleksandr Syrskyi said after three days of work it had become clear why some brigades were managing to hold off Russian attacks while others had not. It comes after Ukraine withdrew its troops from Avdiivka - a key eastern town

besieged by Russian forces. President Volodymyr Zelensky said the decision was made to save lives. (BBC Web Page: 02/03/24, FARUK)

CROWDS CHANT ANTI-PUTIN SLOGANS AT NAVALNY FUNERAL

Thousands of Russians have defied fear to turn out to bid farewell to opposition leader Alexei Navalny. President Vladimir Putin's most vocal critic died in jail on 16 February. Authorities had warned any protest would be illegal. But police - deployed in numbers - stood by as the crowd chanted Navalny's name, or their opposition to the Russian president. Supporters and relatives, as well as many foreign leaders, have blamed Mr Putin for his death. Russian authorities deny any such accusation, saying Navalny died of natural causes. (BBC Web Page: 02/03/24, FARUK)

INDIA NURSE DEAL NOT ENOUGH TO FILL NHS GAP: RCN

A deal to recruit 250 nurses and doctors from India will not be enough to fill staff shortages, a nursing union boss said. Welsh health minister Eluned Morgan has signed an agreement with the Keralan government, aiming to close the vacancy gap and cut costs. Last year's NHS figures showed there were nearly 4,300 vacancies - 2,300 in nursing, midwifery and health visiting. But the Royal College of Nursing said nearly 3,000 nurses are now needed. (BBC Web Page: 02/03/24, FARUK)

AT LEAST 10 PALESTINIANS KILLED AFTER ISRAEL HITS TENT CAMP IN RAFAH

Israeli forces have hit a tent in Rafah housing displaced Palestinians, killing at least 10 people, according to local authorities, hours after 15 people were killed in an attack on a home in Deir el-Balah. The strike took place near Tal as-Sultan Hospital in the western part of Rafah City in southern Gaza. The health ministry in Gaza said a medic working at the hospital was among those killed. The Israeli military did not immediately respond to a request for comment. (BBC Web Page: 02/03/24, FARUK)

NICARAGUA DRAGS GERMANY TO ICJ FOR FACILITATING ISRAEL'S GENOCIDE

Nicaragua has sued Germany at the International Court of Justice (ICJ) for funding Israel and cutting aid to the UN Palestinian refugee agency (UNRWA), the court announced on Friday. The Latin American country accused Berlin of violating international law in its continued funding for Tel Aviv and asked the ICJ to order emergency measures that would force Germany to cease military aid to Israel, and restart funding to the UNRWA. Germany is a key ally of Tel Aviv, and is one of its biggest arms providers alongside the United States, according to UN experts. (BBC Web Page: 02/03/24, FARUK)

:: The End ::